NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি নবপত্রিকা
সোম স্বাস্থ্য বীমা আরোগ্য
মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি টার্গেট
বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি ঘুরে দেখি
বৃহস্পতি খেলার জগৎ গ্যালারি
শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ বায়োস্কোপ
শনি অর্ধেক আকাশ চিত্রাঙ্গদা

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ জ্যোতিপ্রিয়র জামিন বাতিলের আর্জি ইডির

চলতি সপ্তাহে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ৩

কলকাতা ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২৫ ভাদ্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ৯৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.09.2025, Vol.19, Issue No. 93, 8 Pages, Price 3.00

সুশীলা শাসনে নেপাল

কাঠমান্ডু, ১০ সেপ্টেম্বর: যুব আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। এই পরিস্থিতিতে আপাতত দেশ চালানোর জন্য বেছে নেওয়া হল সুশীলা কারকিকে। নেপালের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা। তাঁকেই অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বেছে নিয়েছে জেন-জি আন্দোলনকারীরা। অন্যদিকে, নেপালের অশান্তিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৫, আহত ৬০০-র বেশি। বুধবার এমনটাই জানিয়েছে কাঠমান্ডুর স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

৫ হাজারেরও বেশি যুবক-যুবতী ভার্চুয়াল বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন নেপালের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী বেছে নিতে। কাঠমাণ্ডুর মেয়র বালেন্দ্র শাহের নামই প্রথম পছন্দ হিসাবে শোনা গেলেও, তাঁকে নাকি বারবার যোগাযোগ করা হলেও, তিনি কোনও জবাব দেননি। এমনটাই জানান বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা। এরপরই সুশীলা কারকির নাম বেছে নেওয়া হয়।

নেপালের সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, প্রথমে কার্কির কাছে সম্মতি প্রস্তাবটি পাঠানো হয়েছিল আন্দোলনকারীদের তরফে। তিনি প্রস্তাব বিবেচনার জন্য অন্তত ১,০০০ লিখিত স্বাক্ষর চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমেই তিনি ২,৫০০-এরও বেশি স্বাক্ষর পেয়েছেন। তবে এই মুহূর্তে ক্ষমতার রাশ নেপালি সেনার হাতে। তারা জেন জি-র প্রস্তাব মেনে নেবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। যদিও সূত্রের খবর, নেপালে পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সুশীলা কারকিই দায়িত্ব সামলাবেন।

ছাত্র-যুব আন্দোলনের জেরে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি ইস্তফা দিয়ে আত্মগোপন করেছেন। কিন্তু তার পরেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি নেপালে। বর্তমানে ভারতের পড়শি দেশের শাসনভার সেনার দখলে। রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী। এই পরিস্থিতিতে অর্ন্তবর্তী সরকারের 'মুখ' নিয়ে মঙ্গলবার রাত থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টার আলোচনার পরে পাঁচ হাজারেরও বেশি আন্দোলনকারী বেছে নিয়েছেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সুশীলাকে।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির ইস্তফার পরেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি নেপালে। বর্তমানে ভারতের পড়শি দেশের শাসনভার সেনার দখলে। রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী। পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। বুধবার সকাল থেকে নেপালে বড় ধরনের কোনও অশান্তির ঘটনা না ঘটলেও চলেছে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, নেপালের বাঁকে জেলার সংশোধনাগারের সংঘর্ষে পাঁচ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। অন্য দিকে, আনুষ্ঠানিক ভাবে নেপালের দায়িত্ব নিয়েছে সে দেশের সেনাবাহিনী। বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, যত দিন পর্যন্ত না নতুন সরকার গঠিত হচ্ছে, ততদিন দেশের শাসনভার চালাবে তারা। শুধু তা-ই নয়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দেশ জুড়ে কার্ফু জারি করা হয়েছে সেনার তরফে।

প্রধানমন্ত্রী ওলির ইস্তফার পর বর্তমানে নেপালের দায়িত্বে সেনা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে তারা। নেপাল সরকারের প্রধান সচিবালয় ভবনের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে সেনাবাহিনী। দেশে লুটপাট চালালে, ভাঙচুর করলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে, এমনটাই জানিয়ে নেপালের সেনাবাহিনী। দেশের নাগরিকদেরও সহযোগিতা চেয়েছে তারা। সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে নেপাল সরকারের প্রধান সচিবালয় ভবনও। বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে অশোকরাজের আহ্বান, 'প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে বিরত থেকে আলোচনায় বসুন। কঠিন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হবে আমাদের।'

ছাত্র-যুব আন্দোলনে সোমবার এবং মঙ্গলবার দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় নেপালে। কাঠমান্ডু থেকে বিদ্রোহের সূত্রপাত হলেও তা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে নেপাল জুড়ে। হাজার হাজার বিদ্রোহী নেমে পড়েন রাস্তায়। হাতে প্ল্যাকার্ড, মুখে স্লোগান। দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান তাঁরা। মঙ্গলবার সকাল থেকে পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। বিক্ষোভকারীদের বিক্ষোভের আগুনের আঁচে পুড়তে থাকে নেপালের পার্লামেন্ট ভবন, ওলি এবং তাঁর মন্ত্রীদের বাসভবন। সে দেশের সুপ্রিম কোর্টেও আগুন লাগিয়ে দেওয়ার খবর মেলে।

বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগে নেপালের জেলগুলিতে বিদ্রোহের আগুন ছড়ায়। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে বন্দিদের সংঘর্ষের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। জেল ভেঙে পালানোর চেষ্টা করেন শয়ে শয়ে বন্দি। প্রতিরোধ করতে গেলে আক্রান্ত হন নিরাপত্তারক্ষীরা। পাল্টা গুলিও চালান তাঁরা। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বাঁকের সংশোধনাগারে বন্দিরা পালানোর চেষ্টা করতেই গুলি চালায় পুলিশ। তাদের গুলিতে সাত জন আহত হন বলে খবর। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়।

বাঁকে, পোখরান জেলে হামলা চালান আন্দোলনকারীরা। খবর, এখনও পর্যন্ত ১৬০০ জন বন্দি বিভিন্ন জেল থেকে পালিয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নেপালের বিভিন্ন দিকে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। সংবেদনশীল এলাকায় টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী। মঙ্গলবার রাতেই আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে বসেন নেপালের সেনাপ্রধান অশোকরাজ সিগডেল। বিক্ষোভকারীদের দাবিদাওয়া কী, তা জানাই উদ্দেশ্য ছিল ওই বৈঠকের।

নেপালের সেনাবাহিনী জানায়, দেশের সার্বভৌমত্ব, বাসিন্দাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর। তবে সেনার দাবি, কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী দেশের অস্থির পরিস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে। তাই সকলকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

'দুয়ারে সরকারে' আধার, নির্দেশ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য ১২ নম্বর নথি হিসাবে আধার কার্ডকে বৈধতা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সর্বোচ্চ আদালতের সেই নির্দেশকে মঙ্গলবারই স্বাগত জানিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার জলপাইগুড়ির সরকারি কর্মসূচি থেকে সেই মর্মে প্রশাসনকে নির্দেশও দিয়ে দিলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি ডিএম (জেলাশাসক)-কে বলব, যাঁদের আধার কার্ড নেই, দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে তাঁদের আধার কার্ডটা করিয়ে দিন।' নির্দিষ্টভাবে জলপাইগুড়ির জেলাশাসককে বললেও, এটি আসলে সব জেলার প্রশাসনকেই মমতার 'বার্তা' বলে মনে করছেন অনেকে।

ভোটার তালিকা নিয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার আবেদন বার বারই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবারও তিনি বলেন, 'ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে কি না, তা দেখতে হবে। শুধু এখন দেখলে হবে না। আগামী ৬-৭ মাস দেখতে হবে। ভোটার তালিকায় নাম না-থাকলে ওরা বলবে এনআরসি করিয়ে দাও।'

এনআরসি ও এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে ফের তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার জলপাইগুড়িতে সভা থেকে তিনি অভিযোগ করেন, এআলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ির মানুষকে অসমের তরফে নোটিস পাঠানো হচ্ছে। শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার জন্য তাঁদের পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আদিবাসী মহিলারাও রেহাই পাচ্ছেন না।'

তিনি সরাসরি বলেন, 'আমরা বাংলায় কথা বলব, কিন্তু অন্য ভাষাও শিখব। কারও ভাষাকে অসম্মান করি না। বাংলাকে কেউ থামাতে পারবে না। বাংলা চলবে বাংলার মতো, দিল্লি থেকে বাংলা চালানো যাবে না।' তিনি আরও আশ্বাস দেন, ফিরে আসা শ্রমিকদের জন্য আর্থিক সুরক্ষা দেবে রাজ্য। 'তাঁদের যাতে কিছু দিতে না হয় তা নিশ্চিত করা হবে। তাঁদের জন্য মাসে ৫ হাজার টাকা করে এক বছর দেওয়া হবে,' ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর।

গোটা দেশেই পুজোর পরে এসআইআর

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশে এ বার শুরু হবে ভোটার তালিকার নিবিড় ও বিশেষ সংশোধন (এসআইআর)-এর কাজ। আলোচনা, গুঞ্জন আগে থেকেই চলছিল। এ বার তাতে সিলমোহর দিয়ে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী মাসে, অর্থাৎ অক্টোবরে পুজোর মরসুমের পরেই দেশ জুড়ে শুরু হচ্ছে এসআইআর।

বিহারের পরে অন্য রাজ্যগুলিতেও যে এসআইআর শুরু হবে, সে বিষয়ে আগেই আভাস দিয়ে রেখেছিল কমিশন। তবে দিনক্ষণ এ যাবৎ স্পষ্ট ছিল না। এ বার কমিশন তা-ও স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিল। আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তার আগে ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আগামী ২ অক্টোবর দুর্গাপুজো শেষ হচ্ছে। এর পরে রয়েছে লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, পুজোর মরশুম মিটে গেলেই দেশ জুড়ে এসআইআর শুরু করছে তারা।

এর আগে ২০০২ সালে পশ্চিমবঙ্গে শেষ এসআইআর হয়েছিল। ২০০২ সালের এসআইআর অনুসারে ভোটার তালিকা আগেই প্রকাশ্যে এনেছে কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে এলাকাভিত্তিক সেই তালিকা ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়েছে।

এ বার দু'দশকেরও বেশি সময় পরে পশ্চিমবঙ্গে ফের এসআইআর শুরু করতে উদ্যোগী কমিশন।

সম্প্রতি বিহারে এসআইআর-এর কাজ নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। এসআইআর চলাকালীন কমিশনের খসড়া তালিকা থেকে প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছিল। তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল সুপ্রিম কোর্টেও। বস্তুত, কমিশন প্রথমে জানিয়েছিল এসআইআর প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি পরিচয়ের প্রামাণ্য নথি হিসাবে আধার কার্ডকে গণ্য করছিল না। তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠেছিল। পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল-সহ অন্য বিজেপিবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও এ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছিল।

তৃণমূলনেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার বার এই নিয়ে নিশানা করেছেন কমিশনকে। আধার কার্ডকে কেন এসআইআর-এর জন্য কমিশন বিবেচনা করছে না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। এই আবহে বুধবার দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে নিয়ে ওই বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। অপর নির্বাচন কমিশনারেরা এবং নির্বাচন কমিশনের অন্য আধিকারিকেরাও ছিলেন বুধবারের বৈঠকে। এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়েই ওই বৈঠক ডাকা হয়েছিল।

গণধর্ষণে গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন হরিদেবপুরের গণধর্ষণের ঘটনায় চার দিনের মাথায় প্রথম গ্রেপ্তার। বর্ধমান স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত। ধৃত নির্যাতিতার পূর্ব পরিচিত বলে জানা গিয়েছে। চার দিন আগে রিজেন্ট পার্কের একটি ফ্ল্যাটে এক তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই ফ্ল্যাটে তরুণীকে নিয়ে যান এই অভিযুক্ত। এখনও অধরা এই ঘটনায় আরও এক অভিযুক্ত। তার খোঁজেও তল্লাশি জারি করেছে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে আরেক অভিযুক্তের খোঁজ মিলতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

সংবিধানের জন্য ভারতীয়রা গর্বিত

নেপাল প্রসঙ্গে মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: দুর্নীতি এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইস্যুতে জেন জি-র আন্দোলনে পতন হয়েছে নেপালের কেপি শর্মা ওলি সরকারের। এই আন্দোলনে মৃত্যুও হয়েছে ২৫ জনের। এরপরই এক অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয় নেপাল জুড়ে। সরকারি, বেসরকারি ভবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধানদের বাসভবনে আগুন দেয় জনতা। এমনকী পুড়িয়ে মারা হয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীকে। অন্যদিকে এই অরাজক অবস্থার সুযোগ নিয়ে জেল ভেঙে পালাচ্ছে কয়েদিরা। বুধবার একটি মামলায় নেপালের এই অস্থির প্রসঙ্গ টেনে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির বেঞ্চের মন্তব্য, 'প্রতিবেশী দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমাদের সংবিধানের জন্য আমরা গর্বিত।'

এদিকে শীর্ষ আদালত সূত্রে খবর, 'গত ১২ এপ্রিল শীর্ষ আদালত একটি নির্দেশিকা জারি করেছিল। সেখানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং রাজ্যপালদের জন্য বিল অনুমোদনের জন্য দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করা হয়। বুধবার ওই মামলার শুনানিতে ভারতীয় সংবিধানের শক্তির কথা উল্লেখ করা হয়। স্পষ্ট করা হয়, রাষ্ট্রপ্রধানদের ঊর্ধ্বে জনস্বার্থ। সেই কারণেই সংবিধানের রক্ষাকবচ। এই প্রসঙ্গেই প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের পর্যবেক্ষণ, 'আমাদের সংবিধানের জন্য আমরা গর্বিত।' সঙ্গে এও বলেন, 'তাকিয়ে দেখুন আমাদের প্রতিবেশী দেশে কী চলছে। নেপাল, আমরা দেখছি।' হিমালয়ের দেশে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনে গত আটচল্লিশ ঘণ্টার পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন প্রধান বিচারপতি। মনে করিয়ে দেন, বাংলাদেশেও এক ঘটনা দেখা গিয়েছিল।

বাংলার বাসিন্দাদের ফেরানোর আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিবেশী দেশ নেপালে অশান্ত পরিস্থিতির জেরে চিন্তিত পর্যটক ও শ্রমিকরা। তবে তাঁদের ভরসা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার জলপাইগুড়ি থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, দু'-এক দিনের মধ্যেই রাজ্য উদ্যোগে নেপালে আটকে পড়া সকলকে ফিরিয়ে আনা হবে। তিনি বলেন, 'তাড়াহুড়ো করে যেন কেউ নিজের বিপদ ডেকে না আনেন। শান্তি ফিরলে আমরা সবাইকে ফিরিয়ে আনব।'

মুখ্যমন্ত্রী জানান, নেপালে অশান্তির খবর পেতেই মঙ্গলবার রাতভর তিনি উত্তরকন্যায় থেকে পরিস্থিতি সামলেছেন। পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকও করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'আমাদের প্রতিবেশী দেশে সমস্যা হচ্ছে। আমি সারারাত উত্তরকন্যায় বসে পাহারা দিয়েছি। আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন, আমরা দেখছি।'

রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী হিসেবে মমতার নির্দেশে এদিন রাতেই ইন্দো-নেপাল সীমান্তে জরুরি বৈঠক করেন উত্তরবঙ্গ আইজি রাজেশকুমার যাদব। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিঙের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ এবং এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট যোগেশকুমার সিংহ। সীমান্তে অতিরিক্ত নজরদারি, নাকা তল্লাশি এবং নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, সীমান্তবর্তী থানাগুলিকে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে। দার্জিলিং জেলা পুলিশ জানিয়েছে, নেপালে কোনও ভারতীয় সমস্যায় পড়লে সরাসরি জেলার হেল্পলাইনে যোগাযোগ করলে সাহায্য করা হবে। নেপাল পুলিশের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

ভারতীয়দের ফেরাতে বিমান পাঠাবে দিল্লি

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: অশান্ত নেপালে আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে ফেরাতে তৎপর কেন্দ্রীয় সরকার। নেপালের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, কাঠমান্ডু বিমানবন্দরেই আটকে আছেন ৪০০-র বেশি ভারতীয়। তাঁদের ফেরাতে নয়াদিল্লি থেকে বিশেষ বিমান পাঠানো হবে। মঙ্গলবার থেকে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন বিমানবন্দর বন্ধ রয়েছে। অনেক বিমান বাতিল হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় নাগরিকদের কী ভাবে ফেরানো যায়, তা নিয়ে নেপাল সেনার সঙ্গে কথাবার্তা চলছে।

নেপাল থেকে ভারতীয়দের ফেরানোর জন্য ভারতীয় বায়ুসেনা কয়েকটি বিমান পাঠাতে পারে। কাঠমান্ডুতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস নেপাল সেনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ভারতীয় সেনার বিমানের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হতে পারে কাঠমান্ডুতে। নিরাপদে যাতে সকলকে উদ্ধার করে আনা যায়, তা নিয়ে আলোচনা চলছে।

দেশব্যাপী বিক্ষোভের জেরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কাঠমান্ডু বিমানবন্দর। ফলে নেপালে থাকা ভারতীয়দের ফিরে আসার পথ বন্ধ। নেপালে ঘুরতে যাওয়া একাধিক পর্যটক রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন দেশজোড়া বিক্ষোভের মধ্যে। ভারতীয় ভলিবল খেলোয়াড় উপাসনা গিল খেলতে গিয়ে আটকে পড়েছেন নেপালে। তিনি ভারতীয় দূতাবাসের কাছে কাতর আর্জি জানিয়েছেন, দ্রুত যেন উদ্ধার করা হয় আটকে থাকা ভারতীয়দের।

সূত্রের খবর, নয়াদিল্লি থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার দু'টি বিমান সম্ভবত নেপালে পাঠানো হবে ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার জন্য। সম্ভবত বৃহস্পতিবারই দু'টি বিমান নেপালে যাবে।

অশান্তির আবহে নেপাল নিয়ে ইতিমধ্যে দু'টি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। প্রথমটিতে বলা হয়েছিল, ভারত পড়শি রাষ্ট্রের পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছে। সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়দের স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার এবং সাবধানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এর পর রাতে আর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিদেশ মন্ত্রক কিছু হেল্পলাইন নম্বর প্রকাশ করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'নেপালের হিংসা হৃদয়বিদারক। এত তরুণ প্রাণ হারিয়েছে, আমি মর্মাহত। নেপালে স্থিতিশীলতা, শান্তি এবং উন্নয়ন আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই নেপালের সকল ভাইবোনের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, সকলে শান্তিকে সমর্থন করুন।'

আলোচনার মাধ্যমেই বাণিজ্য-জট অবসানের বার্তা ট্রাম্প-মোদীর

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'খুব ভাল বন্ধু' বলে উল্লেখ করে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া 'ট্রুথ'-এ ট্রাম্প লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে কথা বলতে চান তিনি। ট্রাম্পের এই বার্তার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, তিনিও ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন।

ট্রাম্পের কথায় সমর্থন জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'দু'দেশের বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, আলোচনার মাধ্যমেই সেই পথ মসৃণ হবে। কাটবে বাণিজ্য-জটও।' শুধু তা-ই নয়, আলোচনার মাধ্যমেই ভারত-আমেরিকার অংশীদারির পথ আরও সুগম হবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন মোদী। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এক্স পোস্ট আবার নিজের সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন ট্রাম্প।

দুই দেশের সম্পর্কের ওঠানামার পরিস্থিতির মধ্যে বুধবার ভারত এবং বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আবার ইতিবাচক মন্তব্য করেন ট্রাম্প। তিনি এ-ও জানান, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি কথা বলতে আগ্রহী। ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি নিশ্চিত যে 'সফল সিদ্ধান্তে' পৌঁছোতে দুই দেশের কোনও অসুবিধা হবে না। ট্রাম্পের পোস্টের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রতিক্রিয়া দেন মোদী। বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনার পথ প্রশস্ত করার কথা বলে মোদীও জানান, ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতে তিনি আগ্রহী। তাঁর কথায়, 'দু'দেশের জনগণের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে আমরা একসঙ্গে কাজ করব।'

ভারত এবং আমেরিকার সম্পর্ক নিয়ে বুধবার আবার মুখ খুলেছিলেন ট্রাম্প। তিনি দাবি করেন,

বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। ট্রাম্পের সেই দাবির পর পরই আলোচনার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করলেন মোদী। ট্রাম্প তাঁর পোস্টে মোদীকে 'খুব ভাল বন্ধু' হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। মোদীও তাঁর এক্স পোস্টে আমেরিকাকে ভারতের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' বলে দাবি করেছেন। বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে মোদী বলেন, 'আমাদের প্রতিনিধিদলগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আলোচনা শেষ করার জন্য কাজ করছে।'

সম্প্রতি, রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার জন্য 'জরিমানা' হিসাবে ভারতের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপান ট্রাম্প। সব মিলিয়ে বর্তমানে ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক ধার্য করে মার্কিন প্রশাসন। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, বাণিজ্যচুক্তির কোনও অগ্রগতি না-হলে শুল্ক নিয়ে ভারতের সঙ্গে কোনও আলোচনা করবেন না। ট্রাম্পের শুল্ক নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়াও দিয়েছিল ভারত। অনেকেই ভেবেছিলেন, ভারত ও আমেরিকার সম্পর্ক হিমঘরে চলে গিয়েছে। ট্রাম্প-মোদীর বন্ধুত্বে ইতি পড়েছে। সেই আবহে মোদীর চিন সফর সেই জল্পনাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। পাশাপাশি, ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক-হুঁশিয়ারিও চলছিল। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে। মোদীর চিন সফরের পর ট্রাম্প এক পোস্টে দাবিও করেন, চিনের অন্ধকারে ভারতকে হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। তবে কয়েক ঘণ্টা পর নিজের অবস্থান থেকে সরে এসে ভারতের দিকে ফের বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন ট্রাম্প। মোদীও জানিয়েছিলেন ট্রাম্পের ইতিবাচক বক্তব্যের প্রতিদান দেবেন তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৮/০৯/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৬৭৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Archana Kisku W/o. Sunil Kisku, সাং ডালিম্বা (জামাইজঙ্গল), আকনা, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৮, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (B/2023/ 1489627 dt. 19/12/2023) পুত্রের সঠিক নাম Eshan Kisku -এর পরিবর্তে Ishan Kishku লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পুত্র Eshan Kisku & Ishan Kishku S/o. Sunil Kisku (Father) & Archana Kisku (Mother) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৯/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৭৯৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Bimal Krishna Das S/o. Bijay Das ও Bimal Das S/o. B. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৯/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৭১৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Munmun Paul, Munmun Pal & Munmun Nayek Pal W/o. Prabir Paul, D/o. Lakshman Chandra Nayek, সাং নয়াসরাই, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Ritom Paul.

নাম-পদবী

গত ১০/০৯/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮৮০০ নং এফিডেভিট বলে আমি Kalyan Majhi ও Kayan Majhi S/o. Kartick Majhi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৯/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩০২১ নং এফিডেভিট বলে আমি Arup Mitra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Hiralal Mitra ও Haralal Mitra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ই সেপ্টেম্বর। ২৫শে ভাদ্র। বৃহস্পতিবার। চতুর্থী তিথি জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র, বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বার্তা। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

I, Bilkis Bibi W/o. Sk Selim R/o. Kamalpur, Khamargachi, Balagarh, Hooghly-712515, W.B. declared that my name has been recorded in my Daughter's (Simran Khatun) Birth Certificate (D.O.B.- 16/03/2010, Regn. No. 105 dtd. 29/03/2010) as Bilkish Bibi instead of my correct name Bilkis Bibi. I, Bilkis Bibi & Bilkish Bibi W/o. Sk Selim is the same, self and one identical person.

নাম-পদবী

আমি পিয়া নাথ ১৩/৮/২৫ নোটারী পাবলিক রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে পিয়া নাথ স্বামী বিদ্যুৎ কুমার নাথ পিয়া দেবনাথ স্বামী বিদ্যুৎ কুমার নাথ পিয়া দেবনাথ D/o কৃষ্ণা দেবনাথ ও পিয়া দেবনাথ D/o কৃষ্ণালাল দেবনাথ সকলে একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি মামনী মন্ডল স্বামী- পরিতোষ মন্ডল পুত্র বিজয় মন্ডলের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম পাপিয়া মন্ডল আছে। ৯/৯/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে মামনী মন্ডল ও পাপিয়া মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম মামনী মন্ডল পুত্রের জন্ম সার্টি ফিকেট সংশোধনের জন্য বিজ্ঞাপনটি দেওয়া হইল।

নাম-পদবী

আমি সুবল মাইতি, পিতা- আশুতোষ সাং-উত্তরবাড়, পোঃ- খেপুত, থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, আমার পিতার নাম আশুতোষ মাইতি কিন্তু ভ্রমাত্মকভাবে জমির রেকর্ডে রাসবিহারী হয়ে যায়, গত ইং- ১২/০৩/২১ তারিখে In the Court of Ld. A.C.J.M. Ghatal এর এফিডেভিট মূলে আমার পিতা রাসবিহারী এর পরিবর্তে আশুতোষ নামে পরিচিত হল এবং উভয়েই একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, RUMA DAS SAHA, w/o Malay Das, r/o 24-B, Netaji Subhash Road, Nabagram, Uttarpara, Hooghly - 712246 declare that in my daughter's birth certificate, my name has been wrongly recorded as RUMA DAS in place of RUMA DAS SAHA and vide the affidavit (no - 8595) of 1st class Judicial Magistrate at Serampore dated 12/08/2025 that RUMA DAS SAHA and RUMA DAS is the same and one identical person.

DECLARATION

I, **DEO NARAYAN RAM** S/O Ramdeen Ram resident of H/No. 19, B.L. No. 5, Behara Para Road, P.O. & P.S.- Jagatdal, Dist.- North 24 Parganas, PIN- 743125, W.B. do hereby declare vide affidavit filed in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, at Barrackpore dated 02.08.2025 that my daughter's correct name is ANVIKA whose date of birth is 12.05.2008 and it is recorded in her Aadhar Card but in her bank passbook in SBI, Kankinara branche, her name has been recorded as TANUSHREE KUMARI RAM inadvertently. ANVIKA and TANUSHREE KUMARI RAM is the same and one identical person.

মিউটেশন বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ৮৯৬/ এ, রিষড়া মোড়পুকুর নিবাসী গৌতম দাস, পিতা-ঁগোরাচাঁদ দাস, এ.ডি.এস.আর., সিঙ্গুরের ০৬১৪০০০৩২/২০২১ নং পাওয়ারনামা বলে গোবিন্দপুর মৌজার ১৪০৬, ১৪০৭ খতিয়ানের ৫২ দাগে ১৬ ছটাক (৮+৮) কলাবাগান সম্পত্তি শ্রীরামপুরের গুরু গার্ডেন রোড ৬৩/বি/৩/এ নিবাসী ছোট্টু কুমার সিং কে ৪১২২/২০২২ নং দলিল মূলে বিক্রয় করেন যাহা বৈধ কারনে মিউটেশনীয়।

চূড়ামনি কোলে
অ্যাডভোকেট
চন্দননগর আদালত

NOTICE

Notice is hereby given that :
Sri Rambabu Goswami, son of Rama Sankar Goswami Smt. Sindhu Goswami, wife of Sri Rambabu Goswami are purchasing a resale house/property from Sri Suryakanta Paramanik, son of Prashanta Paramanik (Year 2012 to since missing) and Late Kakoli Paramanik (mother) Property Description : All that piece and parcel of bastu land measuring about 1 Cottah 8 Chittacks, more or less, together with a two-storied pucca building measuring about 902 sq. ft. covered area (Ground Floor 461 sq.ft. and First Floor 441 sq.ft.), together with south side common wall, east side drain, and 10' wide K.M.C. Road, lying and situated at Mouza - Behala, Pargana - Balia, J.L. No. 2, R.S. No. 83, Touzi No. 436, under Khatian No. 1038 corresponding to L.R. Khatian No. 10683, comprised in R.S./L.R. Dag No. 1587, within the local ambit of Kolkata Municipal Corporation under Ward No. 129, being Municipal Premises No. 657A, Mahendra Banerjee Road, having mailing address 2/59, Rabindra Nagar, Mahendra Banerjee Road, P.S. - Parnasree, Kolkata -700060, District South 24 Parganas. Any person having any claim, right, interest, or objection in respect of the said property is hereby requested to contact the undersigned within 7 (seven) days from the date of publication of this notice, failing which the said purchase will be completed without any further reference.

Contact Address :
P-419, P.O. Parnasree Pally, P.S. Parnasree
Kolkata - 700060, District - South 24 Parganas
Mobile : +91 86971 30038

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) সুরাইয়া সেখ, স্বামী- মৃত নৌসাদ আলী সেখ, ২) রোমিও সেখ, পিতা- মৃত নৌসাদ আলী সেখ, উভয়ের সাং- গোবিন্দপুর, পো:- পলাশী, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া পিন- ৭৪১১৫৬, ৩) অলিভিয়া হক, স্বামী- সাইফুল হক, সাং ও পো:- রাধাকান্তপুর, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া পিন- ৭৪১১৮১, ৪) সাবিনা খাতুন, স্বামী- সামিম আলি, সাং- সরাইটিকার, পো:- বিদছালা, থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১০৪, পক্ষে গত ইং-২০২৩ সালে দেবগ্রাম রেজিস্ট্রী অফিসে I- 3692 নং আমমোক্তারনামা বলে নিযুক্ত আমমোক্তার মনোজউদ্দিন সেখ, পিতা- মৃত সামসুল হুদা সেখ, সাং- গোবিন্দপুর, পো:- পলাশী, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া পিন- ৭৪১১৫৬, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ২৭/০৮/২০২৫ তারিখে I - 9212/25 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা ১)জৈনুদ্দিন সেখ, পিতা- মৃত সামসুল হুদা সেখ,I -9213/25 নং দলিল বলে ২)ফারহান সেখ, পিতা- জৈনুদ্দিন সেখ, ও I - 9314/25 নং দলিল বলে ৩) সুরাইয়া ইয়াসমিন সেখ, স্বামী- জৈনুদ্দিন সেখ, সকলের সাং- গোবিন্দপুর, পো:- পলাশী, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া পিন- ৭৪১১৫৬, মহাশয়দ্বয় ও মহাশয়া, মৌজা - ২৮ নং গোবিন্দপুর, খতিয়ান নং - L.R. ১৩৫৭, দাগ নং - R.S.&L.R. ১২৫২, প্রত্যেককে ০৮ শতক করে জমি ক্রয় করেন, তিন জনের মোট ২৪ শতক। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে দেবগ্রাম B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রীমতী সুজাতা দে (পাল), স্বামী- শ্রী তরুন দে, সাং- দক্ষিন হাবড়া, পো: ও থানা- হাওড়া, জেলা- উঃ ২৪ পরগনা, পক্ষে চাকদহ এ.ডি.এস.আর অফিসে বিগত ইং ২১/১২/২০২০ তারিখে IV -১৪১নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী দেবাশিষ দাস, পিতা,- মৃত অতুল চন্দ্র দাস, সাং- বিষ্ণুপুর, পো:- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ১৫/০২/২০২১ তারিখে I -670/2021 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী কমলেশ হালদার, পিতা- শ্রী কালিপদ হালদার, সাং- জগন্নাথপুর (বাগমারা), পো:- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়, মৌজা - ১৬২ নং জগন্নাথপুর, খতিয়ান নং - L.R. ১১৯৯, ১২৪০, দাগ নং - R.S.&L.R. ৬৩৪, মোট ০৭.৩২৬ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

মিউটেশন বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রসুলপুর নিবাসী আফসার মল্লিক, পিতা-সামসের মল্লিক-কে দুর্গারামপুর নিবাসী দেবাশীষ দাস, পিতা-ঁকার্ত্তিক চন্দ্র দাস তাহার নিজ এবং কৃষ্ণা ভৌমিক, স্বামী-স্বপন ভৌমিক ইং ১৬/১০/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. সিঙ্গুরে নিবন্ধিত ০৬১৪০৪৩৭১ নং পাওয়ার নামার ক্ষমতায়নে শঙ্করী দাস, স্বামী-ঁকার্ত্তিক চন্দ্র দাস, রেবা কোলে, স্বামী- অশোক কোলে সকলে একযোগে মোল্লাসিমলা ৯৫ নং মৌজায় আর.এস. ৭৩৮, এল.আর. ১১৮ খতিয়ানের হাল ১৮৪৭, ১৮৪৮, ১৮৪৯, ১৮৫০ দাগে ৩৬ শতক কলাবাগন জমির অন্দরে ৩৯৮ কৃষি দাগে চিহ্নিত নক্সামতে ১নং এ ৪কাঠা বা ৬.০৬ শতক জমি ক্রয় করিয়াছেন যাহার নিবন্ধিত দলিল নং সিঙ্গুর এ.ডি.এস.আর. ০৮১৪০৫৩৯৩/২০২৩। উক্ত পাওয়ারনামাটি অদ্যতক বলবৎ আছে।

চূড়ামনি কোলে
অ্যাডভোকেট
চন্দননগর আদালত

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

১) শ্রী সুধীন্দ্র নারায়ন দাস রায়, পিতা- মৃত সুরেন্দ্র নাথ দাস রায়, সাং- বিষ্ণুপুর, পো:- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, ২) শ্রী গোবিন্দ বাড়ুই, পিতা- শ্রী সুনীল বাড়ুই, সাং- হাড়িপুকুর, পো:- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা - চাকদহ, উভয়ের জেলা- নদীয়া, উক্ত ২নং দাতা পক্ষে বিগত ইং ০৭/১২/২০১৭ তারিখে I V - 300/17 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী অভিজিৎ বিশ্বাস, পিতা- শ্রী অসিত বিশ্বাস, সাং- মহিষপুর, পো:- গৌরীপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ০৮/০৪/২০১৯ তারিখে I - 1132/2019 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী বিদ্যুৎ বিশ্বাস, পিতা - মৃত কানাইলাল বিশ্বাস, সাং- বিষ্ণুপুর, পো:- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা - নদীয়া, মহাশয়, মৌজা - ১৫১ নং পূর্ববিষ্ণুপুর, খতিয়ান নং - R.S. ৪৫০, ৯৬৪, ৯৬৫, L.R. ১৬, ৭০৯, ২৮৭৭, দাগ নং - R.S.& L.R. ১১৫১, ১০৯৭, মোট ০৪ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

NOTICE

This is to inform that, my client Sunil Kumar Ich S/o Late Anukul Chandra Ich, R/o- Vill. + P.O- Inda, P.S. - KGP (T), Dist. : Paschim Medinipur, WB-721305 executed General Power of Attorney in respect of 5 Dec. Property, vide Deed No.- IV-1768 on 28/03/2014 at Kharagpur A.D.S.R. in favour of Anil Kar S/o Late Niranjan Kar in respect of 5 Dec. property, C.S Plot No.- 874 & 867, R.S.- 1446, 1430, LR.- 7091, 7092, 7140, Khatian No. RS-374 & 1133, LR- 4890, 3497, J.L. No. 232, Mouza - Inda, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 5 Dec. area of the said property to **Kanai Chandra Dey** S/o Nakul Chandra Dey, R/o- Vill.+P.O- Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, through the Deed No. I-1800/14 on 31/03/2014 at Kharagpur A.D.S.R. That, if any person have any objection, then he / she may communicate with B.L. & L.R.O office within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE

This is to inform that, my client Pankaj Kumar Singh S/o Late Purna Chandra Singh & Sankar Giri S/o Late Kanai Chandra Giri executed General Power of Attorney in respect of 1 Dec. Property, vide Deed No IV-121 on 04/05/2012 at Kharagpur A.D.S.R. in favour of Durgadas Ghosh S/o Late Ramapati Ghosh, in respect of 1 Dec. property, Plot No.- 385 R.S., LR.- 540, Khatian No. LR- 563, J.L. No. 140, Mouza - Khidirpur, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 1 Dec. area of the said property to **Minati Das** W/o Banmali Das, R/o- Bhagwanpur, P.O- KGP, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, through the Deed No. I-1761/25 on 28/02/2025 at Kharagpur A.D.S.R.

That, if any person have any objection, then he / she may communicate with B.L. & L.R.O office within 30 days after publication otherwise his / her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) শ্রী শিশির বিন্দু দাস, পিতা- মৃত সুরেন্দ্র চন্দ্র দাস, ২) শ্রীমতি মানসী দাস, স্বামী- শ্রী শিশির বিন্দু দাস, উভয়ের সাং- বিষ্ণুপুর, পো:- পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২২৩, পক্ষে বিগত ইং ১৮/১১/২০২২ তারিখে I -5976/22 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী দেবব্রত ঘোষ, পিতা- মৃত গোপাল চন্দ্র ঘোষ, সাং- জগন্নাথপুর, পো:- পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২২৩, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ০৯/০২/২০২৩ তারিখে I -739/23 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা ১) শ্রী কমলেশ হালদার, পিতা- শ্রী কালিপদ হালদার, ২) শ্রী কর্নধর হালদার, পিতা- শ্রী কালিপদ হালদার, উভয়ের সাং- বাগমারা, পো:- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়দ্বয়, মৌজা - ১৫১ নং পূর্ববিষ্ণুপুর, খতিয়ান নং - L.R. ১৬৩২, দাগ নং - R.S.&L.R. ৫১, মোট ১৪৭.৭৫ শতক জমি ১ নং কোবলা গ্রহীতা ও ২ নং কোবলা গ্রহীতা ২৩৫.৩৮ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L.& L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা নদীয়া মোকাম নবদ্বীপের সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত
দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ১২৯ / ২০১২

বাদীঃ- মধুসুদন সরকার, পিতা-৺মুরারী মোহন সরকার, সাং- পোড়ামাতলা রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া।

বনাম

বিবাদীঃ- মেসাস কে. সি. ব্যানার্জী এ্যান্ড পার্টনাস পক্ষে রনজিৎ কুমার ব্যানার্জী দিগরের

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত নং মোকদ্দমা বিবাদীগনের, বিরুদ্ধে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তী হইতে উচ্ছেদ করিবার হেতু নবদ্বীপ সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালতে বাদী **টি.এস. ১২৯/২০১২ নং মোকদ্দমা** দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমায় ৪নং ও ৬নং বিবাদীদ্বয় যথা **৪) বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী** পিতা- মৃত গনেশ চন্দ্র ব্যানার্জী, সাং- এম.এম. চন্ডীদাস রোড, (বুড়োশিবতলা ব্যানার্জী পাড়া), পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১৩০২, হাল সাং- সহজপুর, গ্রাম- রামপুর, পোঃ- সহজপুর, জেলা- পূর্ব- বর্ধমান, ও **৬) দিপালী ভট্টাচার্য্য**, স্বামী- সুনিত ভট্টাচার্য্য, পিতা- মৃত গনেশ চন্দ্র ব্যানার্জী, সাং- এম. এম চন্ডীদাস রোড, (বুড়োশিবতলা ব্যানার্জী পাড়া), পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, হাল সাং- শীতলকুচি, পোঃ- সিতাই, জেলা- কোচবিহার, -এর পক্ষে মোকদ্দমার সমন জারী না হওয়ায় অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশ করিয়া জানানো যাইতেছে যে উক্ত ৪ ও ৬নং বিবাদীদ্বয় যদি অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির না হন তাহা হইলে উক্ত বিবাদীদ্বয়ের বিরুদ্ধে এক তরফা আদেশ হইয়া যাইবে।

তপশীল: জেলা নদীয়া, থানা নবদ্বীপ, নবদ্বীপ পৌরসভার অন্তর্গত ১৩নং ওয়ার্ডে ১৪৪নং হোল্ডিং যাহার মৌজা ২০নং নবদ্বীপ, এল. আর ৯৩৬৬/১ নং খতিয়ানে এল. আর ৪০৯৭ দাগে ৪শতক সম্পত্তির উপরিস্থিত ত্রিতল বাড়ী, যাহার ত্রিতলে একটি ঘর দ্বিতলে একটি শয়ন কক্ষ ও অপর একটি ছোট ঘর যাহা ঠাকুর ঘর হিসাবে ব্যবহার হয় এবং নীচতলে (গ্রাউন্ড ফ্লোরে) ছোট একটি রান্না ঘর ও পশ্চিম দিকে নালিশী ঘরটি অবস্থিত যাহার পশ্চিমে পোড়ামাতলা রোড।

আদেশানুসারে
আশীষ বিশ্বাস (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, সনাতন মন্ডল, পিতা-শ্রী সুধাংশু মন্ডল, সাং ও পোঃ- নিশ্চিন্তপুর, থানা- দাসপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, দাসপুর থানার জে.এল. নং-২২২ উত্তরবাড় মৌজায় সাবেক তথা হাল ২৫৮৮ দাগে জল- ০৮ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য ইং- ২৯/০৯/২০২২ তারিখে A.D.S.R. Daspur এর IV- 10048/2022 নং আমমোক্তার দলিলমূলে আনন্দমোহন খাঁড়া, পিতা-ঁ বটকৃষ্ণ, থানা-উত্তরবাড় পোঃ- খেপুত, থানা- দাসপুর, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেছেন, উপরোক্ত আমমোক্তার A.D.S.R এর ইং ৩০/১২/২২ তারিখে ১২৬৪৭ নং বিক্রয় কোবলামূলে পাঁচগেছিয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীমতী পিঙ্কি মাজী, স্বা- সনুপ মহাশয়াকে উপরিউল্লিখিত মৌজায় ৫৩৫/২৫৮৮ দাগ- ০৮ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেছেন।

ইহাতে কাহারো কোন ওজরআপত্তি থাকিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে দাসপুর-২ B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

NOTICE

This is to inform that, my client 1). Luna Roy Natua W/o Swapan Kumar Roy 2). Dora Bera W/o Biswaranjan Bera, 3). Kanaklata Natua W/o Late Nirmal Kumar Natua, 4). Dipak Kumar Natua, 5). Aswani Kumar Natua, 6). Anjan Kumar Natua, 7). Chandan Kumar Natua S/o Late Nirmal Kumar Natua, executed General Power of Attorney in respect of 7.38 Dec. Property, vide Deed No IV-33 on 14/03/2000 at Kharagpur A.D.S.R. in favour of Ashok Kumar Natua S/o Late Nirmal Kumar Natua, in respect of 7.38 Dec. property, R.S. Plot No. 243/666, LR.- 1838, Khatian No. RS-112, J.L. No. 311, Mouza - Kaushallya, P.S.- KGP (L), Dist -Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 7.38 Dec. area of the said property to **Jhuma Daloi** W/o Mahendra Daloi R/o Kaushallya, P.O. : KGP, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৫ ভাদ্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার

কর্মী নিয়োগে ছাড়পত্র

■ বাম আমলের নিয়োগ জটিলতার অবসান। ১৫ বছর পরে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগে ছাড়পত্র দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে কাটল জটিলতা। এদিন ডিভিশন বেঞ্চ বিচারপতি পার্থসারথি সেনের একক বেঞ্চের রায় বহাল রাখে ডিভিশন বেঞ্চ। প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে বাম আমলে মাদ্রাসা স্কুলে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। পরের বছর পরীক্ষা নেওয়া হয়। অনেক চাকরিপ্রার্থী এই পরীক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় আবার পরীক্ষা নেয় ওই কমিশন। পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেও একাধিক মামলা দায়ের হয়। এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি পার্থসারথি সেনের একক বেঞ্চ তার রায়ে জানিয়েছিল, নিয়োগ প্রক্রিয়া চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। ২১ দিনের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে নিয়োগ করতে হবে। দীর্ঘদিন পরে আদালতের ওই রায়ের ফলে ২৯২টি শূন্যপদ পূরণে জট কাটলেও ফের মামলা গড়ায় ডিভিশন বেঞ্চে। এবার ডিভিশন বেঞ্চও সবুজ সঙ্কেত দিল নিয়োগে। মামলাকারীদের আইনজীবী উদয়শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় জানান, ১৫ বছরের নিয়োগ প্রক্রিয়ার জটিলতার অবসান হল। চাকরি পাবেন ৩০০ জন।

সব্যসাচী দত্তকে জরিমানা

■ কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অশালীন কথা বলার অভিযোগ তুলে মানহানির মামলা করেছিলেন তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত। শুধু মামলা খারিজই নয়, মামলাকারী সব্যসাচীকেই ১১ হাজার টাকা জরিমানা দেওয়ার নির্দেশও দেয় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তার বেঞ্চ।

দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজ। সব্যসাচী দত্ত অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্য করা হয়েছে। এরপরই হাইকোর্টে মানহানির মামলা করেন তিনি। এদিন দুই বিচারপতির বেঞ্চ বুধবার স্পষ্ট জানায়, মামলার কোনও সারবত্তা নেই। অযথা আদালতের সময় নষ্ট করা হচ্ছে। এরপরই মামলাকারীকে ১১ হাজার টাকা জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেয় বেঞ্চ।

বিশ্বকর্মা পুজোয় ছুটি

■ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো রাজ্য সরকার এবার প্রথমবারের জন্য বিশ্বকর্মা পুজোর দিন পূর্ণ দিবস ছুটি দিল। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর, বুধবার এই উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তর বন্ধ থাকবে বলে অর্থ দপ্তরের তরফে বুধবার এই বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, শুধু সরকারি দপ্তরই নয়, সরকার-অধীনস্থ সংস্থা, নিগম, পুরসভা ও পঞ্চায়েত দপ্তরের কর্মীরাও ওই দিন ছুটি পাবেন। একই সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও বন্ধ থাকবে। এর আগে বেশ কয়েক বছর ধরে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সরকারি ভাবে অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করা হত। এবার প্রথমবারের মতো পূর্ণ দিবস ছুটি ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অবশেষে কাটল চিংড়িঘাটার জট

■ এবার কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড় বদলের ইঙ্গিত। বহুদিনের জট কাটিয়ে চিংড়িঘাটার মেট্রো প্রকল্পের বাকি কাজ এগোতে চলেছে দ্রুত। ৩৬৬ মিটার অংশের কাজ শেষ হলেই কবি সুভাষ থেকে সরাসরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইনের মেট্রো ছুটবে নিরবচ্ছিন্নভাবে। ২৯.৮৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পথ হবে শহরের সবচেয়ে বড় মেট্রো রুট। এক টানে যুক্ত হবে নিউ গড়িয়া, ইএম বাইপাস, রুবি, সেক্টর ফাইভ থেকে ভিআইপি রোড ও নিউটাউন, পৌঁছে দেওয়া হবে বিমানবন্দরে। যাতায়াতের সময় নেমে আসবে মাত্র ৩০-৩৫ মিনিটে।

বর্ধমান স্টেশনে গ্রেপ্তার হরিদেবপুর গণধর্ষণে অভিযুক্ত চন্দন, অধরা দেবাংশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হরিদেবপুরের গণধর্ষণের ঘটনায় চার দিনের মাথায় প্রথম গ্রেপ্তার। বর্ধমান স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত। ধৃত নির্যাতিতার পূর্ব পরিচিত বলে জানা গিয়েছে। চার দিন আগে রিজেন্ট পার্কের একটি ফ্ল্যাটে এক তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই ফ্ল্যাটে তরুণীকে নিয়ে যান এই অভিযুক্ত। এখনও অধরা এই ঘটনায় আরও এক অভিযুক্ত। তার খোঁজেও তল্লাশি জারি করেছে পুলিশ। পাশাপাশি পুলিশ এও জানতে পেরেছে, পকেটে টান পরতেই টাকা নিতে কলকাতা ফেরার পথে পুলিশের জালে চন্দন, অপর সঙ্গী দেবাংশু নেমে গিয়েছিলেন বোলপুর-শান্তিনিকেতন স্টেশনে। টাকা নিয়ে শান্তিনিকেতন ফেরার পরিকল্পনা ছিল চন্দনের। আর সেখানে যাওয়ার পথেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর এমনটাই দাবি ধৃতের।

পুলিশ অধরা অভিযুক্তের মোবাইল ট্র্যাক করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু অভিযুক্তের ফোন সুইচ অফ ছিল। তবে ধৃতের কাছ থেকে আরেক অভিযুক্তের খোঁজ মিলতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার এক বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে রিজেন্ট পার্কের ওই ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন তরুণী। নির্যাতিতার দাবি, তাঁকে একজন বুঝিয়ে অন্য আরেক যুবকের ফ্ল্যাটে নিয়ে যান। সেখানেই পার্টি হচ্ছে বলে তাঁকে জানানো হয়। অভিযোগ, রিজেন্ট পার্কের ওই ফ্ল্যাটেই তাঁকে দু'জন গণধর্ষণ করেন। ধর্ষণের পর দীর্ঘক্ষণ নির্যাতনও চালানো হয় বলে অভিযোগ। অবশেষে দীর্ঘ সময় পর কোনওমতে ওই বাড়ি থেকে পালাতে সক্ষম হন তরুণী। পরিবারের সদস্যদের সবটা জানিয়ে পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হন।

অভিযুক্তদের মধ্যে একজন সরকারি কর্মী বলেও জানা গিয়েছে। ঘটনার পর দু'জন আলাদা আলাদাভাবে গা ঢাকা দেন। কলকাতা ছেড়ে বর্ধমানে গা ঢাকা দিয়েছিলেন ধৃত। পুলিশ অভিযুক্তদের ছবি একাধিক থানায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। বর্ধমান স্টেশনে এক অভিযুক্তকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। পরে তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়।

চলতি সপ্তাহে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তর থেকে দক্ষিণে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত কয়েকদিনে তেমন বৃষ্টি পায়নি রাজ্য। বরং কাঠফাটা রোদে বাইরে বের হওয়া দায় হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গবাসীর। সঙ্গে আছে ভ্যাপসা গরম। তবে এ আবহাওয়া ক্ষণস্থায়ী বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, চলতি সপ্তাহেই ফের ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বঙ্গে। দক্ষিণ এবং উত্তর, দুই বঙ্গেই ভারী বৃষ্টি হবে। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে হাওয়া অফিস। কারণ মৌসুমি অক্ষরেখা এই মুহূর্তে বঙ্গের উপর দিয়ে বিস্তৃত। কচ্ছ ও দক্ষিণ পশ্চিম রাজস্থানে অতি গভীর নিম্নচাপ রয়েছে। যা পশ্চিমবঙ্গের দিঘা হয়ে পূর্বে উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে চলতি সপ্তাহ থেকে ফের বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি শুরু হবে রাজ্যে। ফলে দেবীপক্ষের আগেই ফের বর্ষণ হবে দক্ষিণবঙ্গে। দুর্গাপুজোর দিনগুলিতেও বৃষ্টি হবে কি না, তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনও পূর্বাভাস মেলেনি। যদি মৌসম ভবন আগেই

জানিয়েছিল, সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে বৃষ্টির পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকবে। সেক্ষেত্রে উৎসবের দিনগুলোতে দুর্যোগের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। শুক্রবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই দুর্যোগের সম্ভাবনা। এর পাশাপাশি ভারী বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গেও। বৃহস্পতিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি হবে।

এদিকে বুধবার সকালের দিকে দক্ষিণবঙ্গে গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনুভূত হয় বেশ ভালো রকমই। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেখানে মঙ্গলবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭০ থেকে ৯১ শতাংশ।

দুর্নীতি তদন্তে প্রভাব খাটানোর আশঙ্কা

জ্যোতিপ্রিয়র জামিন বাতিলের আর্জি ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতি মামলায় ফের সক্রিয় হয়ে উঠছে ইডি। প্রায় দু'বছর আগেই দুর্গাপুজোর পরপরই তদন্তে নেমে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এরপর একের পর এক রেশনে দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসে। যদিও কয়েকমাস আগেই জামিনে মুক্তি পান জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু। এবার সেই জামিন খারিজের আর্জি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডি সূত্রে খবর, হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর শুনানির সম্ভাবনা।

২০২৩ সালের ২৭ অক্টোবর তৎকালীন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তার করে ইডি। অভিযোগ ছিল, খাদ্যমন্ত্রী থাকাকালীন রেশন বিতরণে বিপুল অনিয়মের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন তিনি। গ্রেপ্তারির পরই মন্ত্রী পদ খুইয়েছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তবে হাবড়ার বিধায়ক পদ এখনও আছে। দীর্ঘ তদন্তের পর চলতি বছরের জানুয়ারিতে আদালত থেকে জামিন পান। এরপর অল্প সময়ের মধ্যেই একই মামলায় অভিযুক্ত তাঁর 'ঘনিষ্ঠ' এক সঙ্গীও জামিন পান। জেলমুক্তির পর আবারও স্বমহিমায় ফিরে আসার চেষ্টা চলছে তাঁর। তবে ইডির আশঙ্কা, জামিনে মুক্তির পর অভিযুক্তরা প্রভাবশালী হওয়ায় তদন্ত প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে পারেন। আদালতে ইডি দাবি করেছে, বাইরে থাকলে তাঁরা সাক্ষীদের ভয় দেখাতে বা প্রমাণ লোপাট করতে পারেন। সেই কারণেই ইডির তরফ থেকে জামিন বাতিল করার আর্জি জানানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইডির তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, এই দুর্নীতির অঙ্ক হাজার কোটি টাকারও বেশি হতে পারে এবং মামলাটি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। আইনজীবীদের মতে, হাইকোর্টের আসন্ন শুনানি রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে ভবিষ্যতে বড় ভূমিকা নিতে চলেছে। প্রাক্তন মন্ত্রী এবং তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ নেতার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ যে শুধু আইনি নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তা যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে, এমনই ধারনা রাজনৈতিক মহলের।

মশাবাহিত রোগ থেকে বাঁচতে পুজো উদ্যোক্তাদের চিঠি স্বাস্থ্য বিভাগের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মশা রুখতে পুজোর প্যান্ডেল এবং তার চারপাশে দিতে হবে কীটনাশক। যেহেতু পুজো প্যান্ডেল বাঁধার মধ্যে চলছে বৃষ্টি সেই কারণেই কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ চিঠি দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে শহরের ছোট থেকে বড় সব পুজো উদ্যোক্তাদের। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, পুজো মণ্ডপের কোথাও জমিয়ে রাখা যাবে না জল। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভারই স্বাস্থ্য বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার মতো মশাবাহিত রোগের ক্ষেত্রে সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বরের শুরু পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। প্রতি বছরেই পুজোর পরে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ বৃদ্ধি পায়। তাই আগেই সতর্ক হলে সুফল মিলতে পারে। সেই কারণেই পুজো কমিটিগুলিকে পুরসভার এই চিঠি। এর পাশাপাশি এই চিঠিতে এও জানানো হয়েছে, পুজোর দিনগুলিতে মণ্ডপে প্রতি দিন নির্দিষ্ট সময় অন্তর কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। বৃষ্টি হলে জল যাতে না জমে, সহজে বেরিয়ে যেতে পারে তার জন্য প্যান্ডেলের চারপাশে পর্যাপ্ত নিকাশি ব্যবস্থা রাখতে হবে। বালির বস্তা রাখতে হবে। মণ্ডপে খোলা পাত্রে জল না রেখে, ঢাকা দিয়ে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মণ্ডপের আনাচ, কানাচে পরিত্যক্ত মাটির ভাঁড়, কাপ, থালা, বাটি কোনওভাবেই যেন জমিয়ে রাখা না হয়।

এদিকে আবার প্যান্ডেলে বাঁশের মাথাতেও বৃষ্টির জল জমে। সেখানেও বালি ভরে বা কাপড় দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্যান্ডেল খোলার পরে বাঁশ সোজা করে না রেখে, কাত করে রাখতেও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সব পুজো উদ্যোক্তাদের।

মায়ের সাজের প্রস্তুতি... কুমোরটুলিতে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

প্রাক্তন সেনাকর্মীদের গান্ধি মূর্তির পাদদেশে অবস্থান-বিক্ষোভের অনুমতি

রাজনৈতিক দলের কোনও নেতাকে কর্মসূচিতে-না থাকার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের বিরোধিতা, প্রাক্তন সেনাকর্মীদের গান্ধি মূর্তির পাদদেশে অবস্থান-বিক্ষোভের অনুমতি দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বৃহস্পতিবার ২২৫ জন সদস্য নিয়ে দুপুর ১২ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত এই কর্মসূচির অনুমতি দেয় আদালত। তবে এর পাশাপাশি আদালত বুধবার এ নির্দেশও দেয়, রাজনৈতিক দলের কোনও নেতা এই কর্মসূচিতে থাকতে পারবেন না। শুধুমাত্র প্রাক্তন সেনাকর্মীরাই অংশ নিতে পারবেন। পাশাপাশি আদালত এ নির্দেশও দেয়, একটি লাউডস্পিকার এবং হ্যান্ড মাইক নিয়ে করা যাবে কর্মসূচি।

সম্প্রতি, মেয়ো রোডে তৃণমূলের প্রতিবাদ মঞ্চ খুলে দেয় সেনা। সেই নিয়ে বিতর্ক হয়। সেনার বক্তব্য, এই কর্মসূচির জন্য ২ দিনের সময়সীমা চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল। তবে দীর্ঘদিন ধরে সেই মঞ্চ বাধা রয়েছে। তাই খুলে ফেলা হয়। এ দিকে মঞ্চ খুলতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং পৌঁছন ঘটনাস্থলে। এরপর বলেন, 'সেনাবাহিনী নয়, পিছনে ছুপা রুস্তম বিজেপি পার্টি আছে এবং তাঁদের সরকার আছে। আমি যখন এখানে আসছিলাম, আপনারা অনেকে ছবিও পেয়েছেন। প্রায় ২০০-র মতো সেনা, তাঁরা আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছিল। আমি বললাম আপনারা পালিয়ে যাচ্ছেন কেন? আপনারা আমার বন্ধু। এটা আপনাদের দোষ নয়, আপনারা বিজেপির কথায় করেছেন। দিল্লির কথায় করেছেন।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যেরই তীব্র বিরোধিতা করেন প্রাক্তন সেনা-আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদের গান্ধি মূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভ করতে চেয়ে পুলিশের কাছে আবেদন জানান প্রাক্তন সেনাকর্মীদের সংগঠন। বিকল্প জায়গার প্রস্তাব দেয় রাজ্য। এরপরই আদালতের দ্বারস্থ হয় বিজেপি প্রভাবিত সেনাকর্মীদের এই সংগঠন।

তিলোত্তমার মা'র আহত হওয়ার ঘটনায় পুনরায় তদন্তের নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত ৯ অগস্ট আরজি কর নির্যাতিতার বাবা-মা'র ডাকে নবান্ন অভিযান ঘিরে উত্তপ্ত হয়েছিল কলকাতা। খোদ পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল পুলিশের মারে আক্রান্ত হন নির্যাতিতার মা। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েও অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে অস্বস্তিতে কলকাতা পুলিশ। বুধবার এই মামলায় নিউমার্কেট, শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশের তদন্তে অসন্তুষ্ট দেখায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষকে। এরপরই বিচারপতি ঘোষ নিউমার্কেট ও শেক্সপিয়র সরণি থানাকে পুনরায় তদন্ত করতে নির্দেশ দেন। কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে পুনরায় তদন্ত করাতে নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি এ নির্দেশও দেওয়া হয়, ঘটনাটি অপরাধযোগ্য কি না, তা দেখে এফআইআর করতে হবে। ওইদিন যে হাসপাতালে তিলোত্তমার মায়ের চিকিৎসা চলেছিল, তারা ইনজুরি সার্টিফিকেট দেয়নি। হাইকোর্ট নির্দেশ দিল, ওই হাসপাতালকে ইনজুরি সার্টিফিকেট দিতে হবে।

আদালত সূত্রে খবর, বুধবার এই ঘটনায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের পর্যবেক্ষণ, 'আইনানুগ তদন্ত হয়নি। জনমনে বিশ্বাস ফেরানোর মতোও নয় তদন্ত।' এরপরই নির্দেশ দেন পুরো ঘটনার তদন্তের। সঙ্গে কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে এও নির্দেশ দেওয়া হয় ন্যূনতম ডিসি পদমর্যাদার অফিসারকে দিয়ে করাতে হবে এই তদন্ত। একইসঙ্গে হাসপাতালের চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় নথি ডেপুটি পুলিশ কমিশনারকে দিতে নির্দেশ দেন বিচারপতি। এর পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ দিয়েছে পরিবার। অথচ পরিবার কেন চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি পাবে না এদিন এমনও প্রশ্ন করতে দেখা যায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষকে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এই মামলায় বুধবার তিলোত্তমার মায়ের আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি বলেন, মেডিক্যাল রিপোর্টে মাথার সামনে আঘাতের চিহ্ন ছিল। অথচ সেগুলি গ্রহণ করেনি পুলিশ। এফআইআরে তিলোত্তমার মায়ের মেডিক্যাল রিপোর্ট তারা নেয়নি। এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ স্পষ্ট জানান, মেডিক্যাল রিপোর্টে মাথায় আঘাতের প্রমাণ রয়েছে। এরপরই কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে বিচারপতি নির্দেশ দেন, ঘটনাটি অপরাধযোগ্য কি না, তা তদন্ত করে দেখে এফআইআর করবেন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার কোনও অফিসার। তারপর পরবর্তী তদন্ত করা হবে কি না, সেই নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন কমিশনার। হাইকোর্টের এই নির্দেশ নিয়ে তিলোত্তমার মা জানান, 'হাসপাতালে ভর্তির সময় আমি জানিয়েছিলাম, পুলিশ মেরেছে। শাঁখা ভেঙেছে। পুলিশের লাঠিতে আমার মাথা ফুলেছে। সেই সময় হাসপাতাল সেটাই লেখে। পরে ডিসচার্জের সময় রিপোর্টে লেখা ছিল, র‍্যালিতে হাঁটতে গিয়ে পড়ে মাথা ফুলেছে। আদালতের এই নির্দেশকে স্বাগত জানাই। আবার তদন্ত করলে কারা আমাকে মেরেছিল, তা হয়তো বেরিয়ে আসবে।'

শ্যামনগর সমরেশ বসু উদ্যানের প্রাচীন গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বামআমলে ভাটপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে ঘটা করেই উদ্বোধন হয়েছিল সমরেশ বসু উদ্যানের। শ্যামনগর অঞ্চলে যা দিপালী পার্ক নামেই বেশি পরিচিত। অভিযোগ, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আজ বেহাল দশায় পরিণত এই সমরেশ বসু উদ্যান। অভিযোগ, বুধবার সকালের দিকে ওই উদ্যানের প্রাচীন একটি বড় গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। গাছ কাটার প্রতিবাদ জানিয়ে সরব হয়েছেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। এমনকী গাছ কাটার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বন দপ্তরের আধিকারিকরাও। নির্বিচারে গাছ কাটা নিয়ে বিজেপির জগদ্দল-১ মণ্ডল সভাপতি শুভঙ্কর দে-র অভিযোগ, এর আগেও দীপালি পার্কে বেশ কয়েকটি গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। ফের একটি বহু পুরনো গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। কিন্তু বন দপ্তরের অনুমতি না নিয়ে গাছ কাটা দণ্ডনীয় অপরাধ। গাছ কাটার বিরুদ্ধে বন দপ্তরের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। অপরদিকে স্থানীয় কাউন্সিলর সুকেশ বিশ্বাসের সাফাই,

আমফানের সময় একটা গাছ হেলে পড়েছিল। শুধুমাত্র সেই গাছটা কাটা হয়েছে। এটা কোনও অন্যায় নয়। অথচ এই গাছ কাটা নিয়ে বিরোধীরা রাজনীতি করছে। তিনি বলেন, বেহাল দশায় থাকা পার্কটি সংস্কারের জন্য ৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই সংস্কারের কাজ শুরু হবে। তাই হেলে পড়া গাছটা কেটে সাফাই করা হল।

সম্পাদকীয়

এবার কি বন্ধ হবে বেসরকারি হাসপাতালের যথেচ্ছাচার?

এবার কি তাহলে বন্ধ হবে বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলির যথেচ্ছাচার? সেই লক্ষ্যেই এবার কড়া দাওয়াই দিল রাজ্য স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশন। নয়া নির্দেশিকায় কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, বকেয়া বিল না মেটালেও কোনওভাবেই মৃতদেহ আটকে রাখতে পারবে না বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম। এ সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ কমিশনের ঘরে জমা পড়লে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে, জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, রোগির মৃত্যুর পর সর্বোচ্চ পাঁচ ঘন্টার মধ্যে দেহ পরিবারের হাতে তুলে দিতে হবে। এই নির্দেশ না মানলে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল বা নার্সিংহোমের লাইসেন্স বাতিল করা থেকে শুরু করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে জারি করা ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিল পুরোপুরি মেটানো হয়নি বা মেডিক্লেমের টাকা হাসপাতাল বা নার্সিংহোমের অ্যাকাউন্টে জমা পড়েনি-- এমনই নানা অজুহাত দেখিয়ে বেসরকারি হাসপাতালগুলি মৃতদেহ আটকে রাখে। এসব করতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রে মৃতদেহে পচন ধরে যাচ্ছে। ফলে চরম হেনস্থার শিকার হচ্ছেন মৃতের পরিবার-পরিজন। এই পরিস্থিতি আর সহ্য করা যাবে না বলেই জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে বলা হয়েছে, যদি মৃতের পরিবার লিখিতভাবে মৃতদেহ মর্গে রাখার অনুরোধ জানায়। তাহলে দেহ রাখা যেতে পারে। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিজের ইচ্ছেয় বা অন্য কোনও শর্তে দেহ আটকে রাখতে পারবে না।কমিশনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে সাধারণ মানুষ। দফতরের কর্তাদের মত, এই নির্দেশ কার্যকর হলে রোগীর পরিবারের উপর চাপ তৈরি করে টাকা আদায়ের প্রবণতায় রাশ টানা যাবে। এখন সবার একটাই প্রশ্ন, এবার কি বেসরকারি হাসপাতালের অমানবিক আচরণ ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় লাগাম পরানো যাবে? কারণ, এর আগে কিছু ক্ষেত্রে কমিশন নির্দেশ দিলে তা খুব একটা কানে তোলেনি বেসরকারি হাসপাতালগুলো। এবার ছবিটা বদলাক, এটাই প্রার্থনা।

শব্দবাণ-৩৮৫

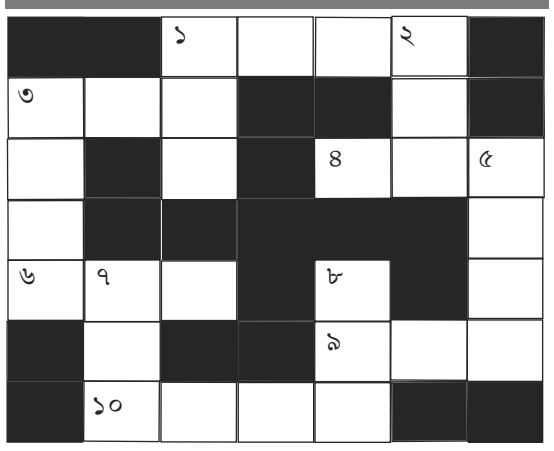

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. প্রিয়মিলনের জন্য দুঃখকষ্ট বরণ ৩. ঋতুরাজ ৪. সিংহ রাগে — ফোলায় ৬. নভোমণ্ডল ৯. মধ্য এশিয়ার জাতিবিশেষ ১০. হাজত, ফাটক।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. হৃদয়, মন ২. নারায়ণ ৩. বায়ু, পবন ৫. সপ্তাহের একটি ছুটির দিন ৭. সন্তান, পুত্র ৮. পরাক্রম।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৮৪

পাশাপাশি: ২. মহাপ্রসাদ ৫. রস ৬. তালি ৭. বাও ৮. ঘর ১০. কালাকানুন।

উপর-নীচ: ১. খাসা ২. মহাতারকা ৩. প্রথা ৪. দরওয়ান ৯. টাকা ১১. লাট।

জন্মদিন

আজকের দিন

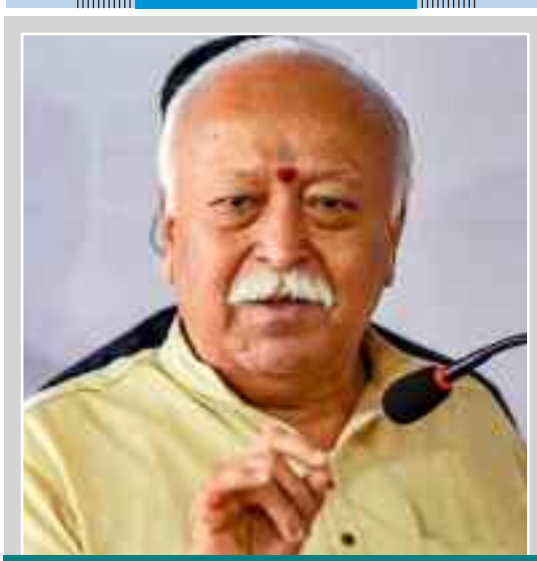

মোহন ভাগবত

১৯১১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় লালা অমরনাথের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট আরএসএস নেতা মোহন ভাগবতের জন্মদিন।*
১৯৭৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মুরলী কার্তিকের জন্মদিন।*

হরিশ্চন্দ্রপুরে তৃণমূল সদস্যার বাড়িতে হামলা

ঘাসফুল শিবিরে ফের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল দলের পঞ্চায়েত সদস্যা এবং দলের শ্রমিক সংগঠনের বাড়ি, দোকানে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠলো শাসকদলের ওপর এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তাজমুল হোসেনের অনুগামীদের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার গভীর রাতের এই হামলার ঘটনার পর বুধবার সকাল থেকে দফায় দফায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পিপলা এলাকার ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ বিক্ষোভ করেন আক্রান্ত পঞ্চায়েত সদস্য ও ব্লক তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের বিরোধী দলনেতা স্বপন আলী-সহ অন্যান্যরা। এই অবরোধ ও বিক্ষোভের জেরে সংশ্লিষ্ট এলাকার জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অবরোধকারীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় তৃণমূলের দুই নেতা-নেত্রী মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন হামলাকারীর বিরুদ্ধে হরিশচন্দ্রপুর

থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রবিবার গোটা জেলার পাশাপাশি হরিশ্চন্দ্রপুর এক (এ) ব্লকের তৃণমূলের রদবদল হয়েছে। দলের বিভিন্ন পদে নতুন মুখ নিয়ে আসায় চরম অসন্তোষ তৈরি হয় একাংশ নেতাকর্মীদের মধ্যে। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ (এ) ব্লক তৃণমূলের সভাপতি পদ খুইয়েছেন বুলবুল ঘনিষ্ঠ জিয়াউর রহমান। জায়গা পেয়েছেন মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ মোশারফ হোসেন। আবার যুব তৃণমূলে সভাপতির পদ পেয়েছেন মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ বিজয় দাস। যাকে কোনদিনও দলের পতাকা হাতে দেখা যায়নি। এমনটাই অভিযোগ করেছিল তৃণমূলের একাংশ। তারপরেই মঙ্গলবার রাতে মন্ত্রীর অনুগামীরা তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ। হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা মন্দিরা দাসের বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্বামী পূজন দাসকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। দরজা ভাঙার চেষ্টা হয়। বাড়ির বাইরে রাখা গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। পূজন দাস বুলবুল ঘনিষ্ঠ এবং এলাকায় জনপ্রিয় নেতা। যুব সভাপতির দৌড়ে তিনিও ছিলেন। তারপরেই আরেক বুলবুল ঘনিষ্ঠ নেতা ব্লক তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি সাহেব দাসের রেস্তোরাঁতে ভাঙচুর চালায়। তৃণমূলের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা মন্দিরা দাস এবং ব্লকের দলের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি সাহেব দাসের অভিযোগ, 'স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি সঞ্জীব গুপ্তা, ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি বিজয় দাস, তার ভাই দুর্জয় দাস, তৃণমূল কর্মী জাকির হোসেনের দলবল নিয়ে তারা বাড়ি এবং দোকানে হামলা চালায়। একটি গাড়িও ভাঙচুর করে। এই ঘটনার পর আতঙ্কিত হয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করি।' তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা মন্দিরা দাসের আরও অভিযোগ, 'স্থানীয় এলাকার বিধায়কের অনুগামীদের বিরুদ্ধে এর আগে তোলাবাজি, সিন্ডিকেটরাজ চালানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। তারই প্রতিশোধ নিতে এভাবে এদিন হামলা চালিয়েছে ওরা।' যদিও এই ঘটনা প্রসঙ্গে হরিশচন্দ্রপুরের বিধায়ক তাজমুল হোসেন জানিয়েছেন, 'কী ঘটেছে কিছুই জানি না আমি বিশেষ কাজে বাইরে রয়েছি। হরিশ্চন্দ্রপুরে ফিরে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।' চাঁচোলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

বনগাঁর কামদেবপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পেল ওএনজিসি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁ কামদেবপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পেল ওএনজিসি। তাই স্থানীয় আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে ওএনজিসি তরফ থেকে দেওয়া হল অ্যাম্বুলেন্স। উল্লেখ্য, অশোকনগরের পর বনগাঁ গোপালনগরের আকাইপুর। বিপুল পরিমানে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পেল ওএনজিসি। একইসঙ্গে তেলের সন্ধান চালাচ্ছে এই সংস্থা। কামদেবপুরে কয়েক বছর আগেও খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান চালাচ্ছিল তারা। প্রায় চার বছর ধরে এই সন্ধান চালাচ্ছেন ওএনজিসি আধিকারিকরা। তাঁরা আশাবাদী কিছুদিনের মধ্যেই মিলবে প্রাকৃতিক গ্যাস। বুধবার আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে ওএনজিসি তরফ থেকে স্থানীয় মানুষের সুবিধার্থে একটি অ্যাম্বুলেন্স তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কো-মেন্টর বিশ্বজিৎ দাস, বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতি ও আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা এবং ওএনজিসি'র তরফ থেকে ঊর্ধ্বতন কর্তারা। ওএনজিসি কর্তা ও বিশ্বজিৎ দাস ফিতে কেটে অ্যাম্বুলেন্সের সূচনা করেন। ওএনজিসি কর্তা মানস কুমার নাথ জানিয়েছেন, কামদেবপুর এলাকায় কয়েক বছর ধরে প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেলের সন্ধান চালানো হচ্ছে। তাঁরা আশাবাদী এখান থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন করা যাবে। ওএনজিসির তরফ থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল উত্তোলনের জন্য কাজ চলছে, এতে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। এই বিষয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কো-মেন্টর বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'ওএনজিসি কর্তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। এখানে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান মিলেছে। প্রশাসনিক কারণে ওনারা সবকিছু খোলাসা করে বলতে পারছেন না। এখানে গ্যাস তেল উত্তোলন হলে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে।'

চিন্ময়ী মায়েদের নতুন বস্ত্র-বরণ বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোগলা: বিগত চার বছরের মতো এবছরও মৃন্ময়ী মায়ের আগেই চিন্ময়ী মায়েদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়ে আশীর্বাদ নিলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এলাকার মায়েদের জন্য 'বসন পরো মা' অনুষ্ঠান আয়োজিত হলো দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলের নতুনডাঙা এলাকার একটি কমিউনিটি হলে। এদিন গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সহযোগিতায় এলাকার প্রায় ৫ হাজার মহিলার হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হলো। এব্যাপারে গোগলার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, 'পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সহযোগিতায় ও গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকের এই অনুষ্ঠান। দুর্গা পুজোয় যাতে এলাকার প্রত্যেক মায়েরা নতুন বস্ত্র পরে মণ্ডপে যেতে পারেন সেই কথা মাথায় রেখেই এই 'বসন পরো মা'র অনুষ্ঠান।' এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক পত্নী তথা জেলা পরিষদ নেত্রী অনুভা চক্রবর্তী, জেলা পরিষদ নেত্রী চুমকি মুখার্জি, দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক সভাপতি শতদ্বীপ ঘটক, গোগলা পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামল বাগদি, অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ ছাড়াও ছিলেন তৃণমূলের অন্যান্য ছোট বড় নেতৃত্ব।

সংবাদিকদের জন্য স্বাস্থ্য কার্ডের ঘোষণা মণিপাল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য কার্ডের ঘোষণা করল মণিপাল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বুধবার বহরমপুরের এক হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে এই স্বাস্থ্য কার্ডের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়। সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা এই কার্ডের মাধ্যমে পশ্চিম বাংলায় মণিপালের সাতটি হাসপাতালে যে কোনও চিকিৎসায় ২৫ শতাংশ ছাড় পাবেন। চিকিৎসকের পরামর্শ ও শারীরিক পরীক্ষার জন্যও ছাড় মিলবে। এরমধ্যে কলকাতায় রয়েছে সংস্থার পাঁচটি হাসপাতাল ও শিলিগুড়িতে রয়েছে দুটি হাসপাতাল। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন, মণিপাল হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি বিভাগের চিকিৎসক দেবত্তম বন্দ্যোপাধ্যায় ও নেফ্রোলজি

বিভাগের চিকিৎসক উত্তরণ চক্রবর্তী। দেবত্তমবাবু বলেন, '১৯টি শহরে ৩৮টি মণিপাল হাসপাতাল রয়েছে। বহরমপুর শহরে ক্লিনিক খুলে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।' হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, এক ছাদের তলায় মণিপালে সব ধরণের চিকিৎসা পরিষেবা মিলছে। বর্তমানে ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য মণিপাল উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। ইতিমধ্যে ৯০ জনের কিডনি প্রতিস্থাপন করে অভাবনিয় সাফল্য মিলেছে। লিভার প্রতিস্থাপন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উত্তরণ চক্রবর্তী বলেন, 'উন্নত চিকিৎসার জন্য বাংলার মানুষকে আর দক্ষিণে পাড়ি দিতে হবে না। বাংলাতেই আধুনিক উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা মিলবে।'

আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে ট্যাবলোর শুভ সূচনা করলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। এই ট্যাবলোটি আগামী তিন দিন জেলা জুড়ে বিভিন্ন ব্লক ও পুরসভা এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচার চালাবে বলেই জানা গিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে। উল্লেখ্য, আত্মহত্যা নিয়ে সমাজে যতটা কথা হয়, তার অর্ধেকও হয় না প্রতিরোধ নিয়ে। আত্মহত্যা নামক এই ব্যাধির মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন আমরা নিঃশব্দে হারাই বহু মানুষকে। তাই আত্মহত্যা প্রতিরোধে বিশ্বব্যাপী পদক্ষেপের প্রচারের জন্য প্রতি বছর ১০ সেপ্টেম্বর বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। সেই মতো এদিন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-এর দপ্তর চত্বরে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে একটি ট্যাবলোর শুভ সূচনা করা হয়। এদিনের এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ দাস, ডেপুটি সিএমওএইচ (৩) দিলীপ কুমার বিশ্বাস-সহ অন্যান্যরা। এ বিষয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ দাস জানান, 'আমাদের জেলায় গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতাল ও জেলা সদর হাসপাতালে মানসিক রোগের চিকিৎসক ও কাউন্সিলর রয়েছেন। আমাদের ডিস্ট্রিক্ট মেন্টাল হেলথ টিম রয়েছে, যারা প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন ব্লকে গিয়ে মানসিক রোগীদের কাউন্সিলিং করছেন এবং তাদের ভালো রাখার চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি মানসিক সমস্যা হলে যে কেউ আমাদের টোল ফ্রি নম্বরে (১৪৪১৬) ফোন করে মনোবিদদের পরামর্শ নিতে পারেন।'

চিঙ্গানি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই বিজেপি সদস্যের তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের চিঙ্গানি গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ১৩টি আসনের মধ্যে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করেছিল ৭টি আসনে। তৃণমূলের আসন সংখ্যা ছিল ৪, আইএসএফ ১ এবং সিপিএম ১ আসন। অর্থাৎ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি বোর্ড গঠন করে। নির্বাচনের একমাস পরেই সিপিআইএম জয়ী সদস্য তৃণমূলে যোগদান করে। তৃণমূলের পরিসংখ্যান হয় ৫। বুধবার ২ জন বিজেপি সদস্য তৃণমূলে যোগদান করলেন। তারমধ্যে রয়েছেন চিঙ্গানি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬০-এ কামারকাঁটা বুথের বিজেপি সদস্য তারাপদ পাল। ২৬০ বি কামারকাঁটা বুথেরগনেশ মল্ল বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুব্রত দত্তের হাত ধরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন। ফলে বর্তমানে এখন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির সদস্য সংখ্যা হল ৫, তৃণমূলের আসন সংখ্যা হল ৭ এবং আইএসএফ-এর আসন সংখ্যা ১। ফলে আগামী দিনে অনার্স ডেকে এই গ্রাম পঞ্চায়েত

তৃণমূল দখল করতে চলেছে। এদিন, বিজেপি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করে দুই সদস্য জানান, বিজেপিতে থেকে এলাকায় উন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছিল না। তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নের যজ্ঞের সামিল হতেই তারা তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেছে। তবে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস জানান, 'বিজেপির কর্মীদের ভয় দেখিয়ে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল যোগদান করাচ্ছে। আগামী নির্বাচনে এই পঞ্চায়েতগুলি বিজেপির দখলেই থাকবে।'

স্কুলচত্বরে ২০০টি গাছ উধাও! কাঠগড়ায় শাসক-ঘনিষ্ঠ নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: আবারও আউশগ্রামে অবৈধ গাছ কাটার অভিযোগ উঠলো। আউশগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের দিঘনগর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের যাদবগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের চত্বরে রাতারাতি উধাও হয়ে গেল দুই শতাধিক গাছ। অভিযোগ উঠেছে, পিএইচই জল প্রকল্পের পাম্প হাউস তৈরি করতে বেআইনিভাবে কাটা হয়েছে গাছগুলি। যদিও পঞ্চায়েত প্রধান সবিতা মাহাতো অবৈধভাবে গাছ কাটার বিষয়ে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'যারা কেটেছে তারা পারমিশন চাইতে এসেছিল, কিন্তু তারা অনুমতি দেন নি। তবুও গাছ কাটা হয়েছে। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিককে বিষয়টি জানানো হয়েছে।' বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, 'গাছ কাটার অনুমতির বিষয়ে নিয়ম মেনে কাজ করার কথা বলা হয়। পারমিশন চাইতে যিনি এসেছিলেন, ওনার নাম রামকৃষ্ণ ঘোষ।' তবে গ্রামবাসীদের অভিযোগ আরও বিস্ফোরক। দুর্নীতির প্রসঙ্গ খাড়া করেছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের দাবি, শাসকদলের প্রভাবশালী নেতার আশীর্বাদ নিয়েই এই গাছ কাটা হয়েছে। তাই ঘটনায় শাসকঘনিষ্ঠ নেতার যোগসূত্র নিয়েই এখন জোর আলোচনা এলাকায়।

আত্মঘাতী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মানসিক অবসাদে গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যু হল এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। মৃত ওই পরীক্ষার্থীর নাম খুশি বিদ (১৮)। তার বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত নতুনডি গ্রামে। সে রঘুনাথপুর গার্লস উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছিল। জানা যায়, মঙ্গলবার বিকেলের দিকে পরিবারের আত্মীয়দের অজান্তে সে তার নিজের বাড়িতেই সিলিং ফ্যানের সঙ্গে কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে নেয়। ঘটনাটি পরিবারের সদস্যদের নজরে আসতেই ছাত্রী উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওই হাসপাতালের চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ছাত্রীটির বাবা নিমাই বিদ জানান, আমি রঘুনাথপুর শহরের একটি চায়ের দোকানে কাজ করি। মঙ্গলবার বিকেলের দিকে বাড়িতে কেউ ছিল না। পরিবারের সকলে পুকুরে গিয়েছিল। সেই সুযোগে মেয়ে মানসিক অবসাদে বাড়ির মধ্যেই সিলিং ফ্যানের সাথে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে।'

সাবেকি প্রতিযোগিতায় বর্তমান প্রজন্মেরও উৎসাহ তুঙ্গে

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কে বলে আমরা আমরা পুরনো ঐতিহ্যকে ভুলে গেছি, পুরনো সংস্কৃতিকে ভুলে গেছি? ভারত নানা ভাষা, নানা মতের বৈচিত্র এক অনন্য নজির স্থাপন করে সারা বিশ্বের কাছে। এই সাবেকি ভাবধারাকে সামনে রেখে বর্ধমান সহযোদ্ধা নামক একটি সংগঠন বিগত সাত বছর ধরে আয়োজন করে চলেছে সাবেকিয়ানার সন্ধানে। এবছরও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। বিভিন্ন ধরনের সাবেকি প্রতিযোগিতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হলো পোশাকে সাবেকিয়ানা। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এই প্রতিযোগিতায় তিন বছর বয়স থেকে ৫০ ঊর্ধ্ব বয়সের প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল। পোশাকের দিক থেকে শিশু থেকে বড় মহিলারা পড়েছিল সম্পূর্ণ সাবেকিভাবে লাল পেড়ে সারি। আর ছোট ছোট শিশু থেকে সাধারণ বিভাগের পুরুষরা পড়েছিল ধুতি, পাঞ্জাবি। বর্ধমান শহরের একটি ম্যারেজ হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এই অনন্য প্রতিযোগিতা। এই প্রকার সাবেকি সাজে প্রতিযোগীরা কখনও তাঁদের ব্যক্তিত্ব তুলে ধরেছিলেন, কখনও বা তাঁদের মধ্যে থাকা বিশেষ

দক্ষতা তুলে ধরছিলেন। যেটা নিয়েই বর্ধমান সহযোদ্ধার উদ্যোগে, পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় হয়ে গেল এই সাবেকি প্রতিযোগিতা এবং বিচারকার্য। এই বিষয়ে সংগঠনের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা এবং সদস্যরা জানান, প্রতিবছর এই প্রকার প্রতিযোগিতা বর্ধমান জেলাতে তাঁরা করে আসছেন। বর্তমান সময়ে একটা অস্থিরতার যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে মোবাইলের যথেচ্ছ ব্যবহার সেটা ধীরে ধীরে সৃজনশীলভাব নষ্ট করে দিচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। তাই এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাংলার সংস্কৃতি বেং ঐতিহ্যকে তুলে ধরার প্রয়াস। পাশাপাশি মানুষের মনের মধ্যে সাবেকি চিন্তাভাবনাকে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা ঘিরে প্রতিযোগীদের এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

কেশবপুরে একই পাড়ায় তিনটি বনেদি বাড়ির দুর্গা আরাধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: একই পাড়ায় তিন তিনটি বনেদি বাড়ির পুজো ঘিরে আজও উন্মাদনা এলাকার মানুষের। আরামবাগ ব্লকের কেশবপুরে একই পাড়ায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঘোষ বাড়ি, সরকার বাড়ি ও দত্ত বাড়ির দুর্গা পুজো। পারিবারিক সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, এই তিনটি বাড়ির পুজোতেই দেবী চতুর্ভূজা রূপে আবির্ভূত হন। এই তিন বনেদি বাড়ির পুজোর শুভ সূচনা হয়েছিল ১৮৬৭ সালে। সরকার বাড়ির প্রতিমা বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে থাকেন। অন্যদিকে ঘোষ বাড়ির প্রতিমা ডাকের সাজে সেজে ওঠেন। মহালয়ার দিন পার্শ্ববর্তী মুণ্ডেশ্বরী নদীতে গিয়ে এই তিন পরিবারের পুজোর ঘট তোলা হয়। সেই দিন থেকে ষষ্ঠী পর্যন্ত চলে চণ্ডীপাঠ। এই পরিবারের সদস্যরা বর্তমানে যাঁরা কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন, তাঁরা সবাই

মহালয়ার দিন থেকে পুজোতে গ্রামের বাড়িতে আসতে শুরু করেন। মন্দিরের পাশেই আছে প্রায় ২০০ বছরের পুরনো বেল গাছ। ওখানেই ষষ্ঠীর দিন তিন পরিবারের একযোগে অনুষ্ঠিত হয় বেলবরণ। তবে তিন বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজো রীতিনীতি নিজস্ব পদ্ধতিতেই অনুষ্ঠিত হয়। সরকার বাড়ির দুর্গা পুজোর বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে দশমীর দিন কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পুজোয় বলি প্রথা চালু আছে। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পাঁঠা বলি হয়। পুজোয় অষ্টমী, নবমী সন্ধিক্ষণে ১০৮টি প্রদীপ জালানো হয়। তিথি, নক্ষত্র ও পঞ্জিকার সময় অনুসারে বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। অন্যদিকে, ঘোষ বাড়ির পুজোয় কোনও পাঁঠা বলি হয় না। বিভিন্ন ফল ও সবজি বলি হয় পুজোর প্রত্যেক দিন। এখানে দত্তবাড়ি, ঘোষ বাড়ি এবং সরকার বাড়ি পুজো একই পাড়ায় তিনটি দুর্গা দালানে অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি বনেদি বাড়ির প্রতিমায় প্রথম থেকেই চতুর্ভূজা। পুজোর কটাদিন দত্তবাড়ি, ঘোষ বাড়ি এবং সরকারের বাড়ির এই বনেদি পুজোকে ঘিরেই উৎসবে মেতে ওঠেন গ্রামের মানুষ।

জীবিতকে মৃত দেখিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পূর্বস্থলীতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর স্বরডাঙা এলাকায় বিস্ময়কর এক ঘটনাকে ঘিরে তোলপাড়। জীবিত মানুষকে মৃত দেখিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য। বিপাকে পড়েছেন সেখানকার বাসিন্দা খোকন দাস।

জানা গিয়েছে, খোকন দাসের ভোটার কার্ড নম্বর টিএফএম ২৫৫৪০৪৬, পার্ট নং ২০০। গত ৩০ বছর ধরে তিনি ভোটার তালিকাভুক্ত এবং নিয়মিত ভোট দিয়ে আসছেন। শুধু তিনিই নন, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে দীর্ঘদিন ধরেই একই তালিকায় নাম রয়েছে। কিন্তু ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি প্রকাশিত নতুন ভোটার তালিকায় দেখা যায়, তাঁকে মৃত দেখিয়ে ৬৪১ নম্বর স্লিপ থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এদিন খোকনবাবু বিষয়টি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশনারের কাছে আবেদনপত্র জমা দেন। পাশাপাশি কালেখাতলা ১ পঞ্চায়েতে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন। আবেদনপত্রে তিনি জানান, তিনি নিয়মিত ভোট দেন। হঠাৎ করে তাঁকে মৃত দেখিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ায় হতবাক। এ প্রসঙ্গে কালেখাতলা ১ পঞ্চায়েতের প্রধান পঙ্কজ দে জানান, 'এধরনের সমস্যায় অন্য কেউ পড়েছেন কিনা খতিয়ে দেখা হবে। খোকনবাবুকে নির্বাচন কমিশনে জানানোর পরামর্শ দিয়েছি। বিষয়টি চক্রান্তও হতে পারে।' এদিকে স্থানীয় বিজেপি নেতা সমর দাস কড়া ভাষায় প্রশাসনকে আক্রমণ করে বলেন, 'এভাবে জীবিত ব্যক্তিকে মৃত দেখিয়ে নাম কেটে দেওয়া হলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সুষ্ঠুতা কোথায়! নির্বাচনী দপ্তরে শাসক দলের আশীর্বাদধন্য অপদার্থ সরকারি কর্মীরা আছেন। তাঁরাই এই কাণ্ড ঘটাচ্ছেন বলে মনে হয়। বিষয়টি দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানানো হবে।' ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, আজ যদি খোকন দাসকে মৃত দেখানো হয়, কাল তাদের সঙ্গেও কী একই ঘটনা ঘটবে না?

হাসপাতাল ভাঙচুরে প্রতিবাদ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: আমতায় শিশু চুরি ও পরে উদ্ধারের ঘটনায় বিজেপি-কে দায়ী করে প্রতিবাদ সভা করল তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও আমতার ঘটনার সঙ্গে বিজেপি-র কোনও যোগ নেই বলে দাবি করা হয়েছে বিজেপির তরফে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকালে আমতা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল থেকে এক শিশুকে তুলে নিয়ে যায় এক মহিলা। প্রায় ছয় ঘণ্টা টানটান উত্তেজনার পর শেষ পর্যন্ত ওই মিল্কিচক থেকে উদ্ধার করা হয় শিশুটিকে, ঘটনায় গ্রেপ্তার হন এক মহিলা। এই ঘটনায় আমতা হাসপাতালে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। আর সেই ভাঙচুরের ঘটনায় বিজেপি যুক্ত রয়েছে বলে দাবি তুলে বুধবার আমতা বাসস্ট্যান্ডে প্রতিবাদ সভা করে উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডা. নির্মল মাঝি, উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিমল দাস, শেখ ইলিয়াস শুভজিৎ সাহা, তুষার কর সিনহা প্রমুখ তৃণমূল নেতা।

পুরসা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শনে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি: পূর্ব বর্ধমানের গলসি ১ নং ব্লকের পুরসা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ট্রমা কেয়ার সেন্টার চালুর দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে সরব ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অবশেষে সেই দাবি বাস্তবায়ণের পথে। পদক্ষেপ নিল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি প্রতিনিধিদল পুরসা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জয়রাম হেমব্রম। দুর্গাপুর থেকে বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে প্রায় প্রতিদিনই ঘটে দুর্ঘটনা। গুরুতর আহত রোগীদের প্রথমে নিয়ে আসা হয় পুরসা হাসপাতালে। এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করে পাঠানো হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে। ফলে জরুরি মুহূর্তে রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের পড়তে হয় ভোগান্তিতে। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি, পুরসা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ট্রমা কেয়ার সেন্টার বা সুপার স্পেশ্যালিটি পরিষেবা চালু করা হোক। এমনকি এলাকার বিধায়ক নেপাল ঘড়ুইও স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান। অবশেষে সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের পদক্ষেপে খুশি এলাকার মানুষ।

শালবনির গ্রামে বিনা পয়সার স্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: আন্তরিক চ্যারিটেবল সোস্যাইটি শালবনি ব্লকের কোড়াদানা গ্রামের আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলির শিশুদের পড়াশোনার জন্য 'পড়ার ঘর' নামে একটি নিখরচে পাঠশালা চালু করেছে। পাঠশালাটিতে বর্তমানে গ্রামের ১৩০ জন শিশু পড়াশোনা করছে। বই, খাতা, পেন্সিল-সহ সমস্ত উপকরণ দিয়ে তাদের সবরকম

সহযোগিতা করা হচ্ছে। শিশুদের শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃতির দিকটিতেও জোর দেওয়া হয়েছে। চালু হয়েছে বিনা পয়সার নাচের ক্লাস 'আয় নাচ শিখি'। নাচ শেখাচ্ছেন পতত্রী দাস। শুধু কোড়াদানা নয়, পার্শ্ববর্তী গ্রামের শিশুরাও এখানে নাচ শিখছে। সোসাইটির সভাপতি মৈত্রেয়ী রায় ও সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ বলেন, 'আমরা শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক যেকোনও সমস্যার সমাধান করতে চাই। আমরা চাই শিশুরা লেখাপড়া শিখে আগামী দিনে নিজের পায়ে দাঁড়াক। আমাদের সামর্থ খুব সীমিত। এরইমধ্যে আমরা চেষ্টা করছি আরও বেশি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর।'

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮- ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

শ্রী স্বদেশ দাস
২৪/৪ উত্তম ঘোষ লেন, পোস্ট- সালকিয়া, থানা- মালীপাঁচঘড়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং- ৭১১১০৬।

শ্রীমতী আল্পনা দাস
২৪/৪ উত্তম ঘোষ লেন, পোস্ট- সালকিয়া, থানা- মালীপাঁচঘড়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং- ৭১১১০৬।

চিঠি নং : SARB/SB/2025-26/KK/468 তারিখ: ২৭.০৮.২০২৫
প্রিয় মহাশয় / মহাশয়া,
বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
অ্যাকাউন্ট: শ্রী স্বদেশ দাস এবং শ্রীমতী আল্পনা দাস
(এইচবিএল এ/সি নং : ৩৯৪৪২৩৮৫৫৫৭ (এইচবিএল), ৩৯৪৪২৪৩২৬০০ (সুরক্ষা)
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ১৮/১২/২০২৩ তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং **২৮.০৮.২০২৪** তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পদের তপশিল
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে বসবাসের ফ্ল্যাট (লিফট সুবিধা সহ) নং ৫০২, অবস্থিত চতুর্থতলে, পরিমাপ আনুমানিক ৭৮৫ বর্গফুট সুপার বিল্ড আপ এরিয়া সহ, দুই বেড রুম,এক লিভিং তথা খোলা কিচেন, এক ডাইনিং, এক স্টাডি রুম, এক পূজা রুম, এক টয়লেট ইত্যাদি এবং একটি গ্যারাজ নং ২০৩ একতলায় পরিমাণ ২৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, হাওড়া পৌর নিগম এলাকায় ওয়ার্ড নং ৮ অধীন, হোল্ডিং নং ১৩এ, এল রোড, পো : নেতাজি গড়, থানা : লিলুয়া, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮১২, আর.এস. খতিয়ান নং ৩২৮, এলআর খতিয়ান নং ৬৪৮,১৭৪৭ এবং ২০৭৭ এবং জেএল নং ৯, মৌজা : বেলগাছিয়া কিসমত, সুপার বিল্টড আপ এরিয়া অংশ সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখল সহ যা লালকালিতে চিহ্নিত করা রয়েছে প্ল্যানের পরিশিষ্টে, **চৌহদ্দি : (দলিল অনুযায়ী) :** উত্তরে : লিফট এবং সিঁড়ি; দক্ষিণে : খোলা জায়গা; পূর্বে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট; **পশ্চিমে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট।**
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি আলপনা দাস এবং শ্রী স্বদেশ দাস, উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০২০৩০০৭-২০২০ সালের,নথিভুক্ত বুক নং -১, ভল্যুম নং ০৫০২-২০২০, পৃষ্ঠা ১১৩৫২৫ থেকে ১১৩৫৭০, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ। মোট বকেয়া : ৩৭.১০ লাখ টাকা ২৭.০৮.২০২৫। আমরা আবারও আপনাদের অবগত করছি যে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
তারিখ: ১১.০৯.২০২৫, স্থান: কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

প্রদীপ কুইতি (ঋণগ্রহীতা এবং স্বত্বাধিকারী)
পিতা বিজয় কুইতি, গ্রাম - খেজুরবেরিয়া, পো. এবং থানা - নন্দকুমার জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পব - ৭২১৬৩২

অশোক কুইলা (জামিনদাতা)
পিতা প্রয়াত নিরঞ্জন কুইলা, গ্রাম - পাদুম্বাসন, পো - তমলুক, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পব - ৭২১৬৩৬

রেফারেন্স নং SARB/SB/GS/2025-26/482 **তারিখ ০২.০৯.২০২৫**
মহাশয়া/প্রিয় মহাশয়
বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
অ্যাকাউন্ট : মেসার্স প্রদীপ কুইতি, স্বত্বাধিকারী : শ্রী প্রদীপ কুইতি, এ/সি নং - এমএসএমই-সিসি - ৩৪৯৭৬৫৮৫২৫৯
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **২৮.০৫.২০২৫** তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এবং **২৯.০৮.২০২৫** তারিখের দখল নোটিশের ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে জারি করা হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
বিক্রয় অধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :
১. **সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাপ ২৪ ডেসিমেল কমবেশি এবং তদস্থিত কোনও নির্মাণ অবস্থিত মৌজা :খেজুরবেড়িয়া, জেএল নং ৮৬, আরএস খতিয়ান নং ৫১, এলআর খতিয়ান নং ২২৩/১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৮৯, গ্রাম : খেজুরবেড়িয়া, থানা : নন্দকুমার, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, দলিল নং ১-০২৯৯২, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৫, পৃষ্ঠা ৩৩২ থেকে ৩৪৩-২০১৪ সালের,নথিভুক্ত ডিএসআর পূর্ব মেদিনীপুর, তমলুক, সমীপে, ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : অর্জুন মাইতি এর সম্পত্তি, পূর্বে : মালিকের জমি সম্পত্তি, দক্ষিণে : জমির মালিকের সম্পত্তি, পশ্চিমে : মালিকের জমি সম্পত্তি। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী প্রদীপ কুইতি, পিতা শ্রী বিজয় কুমার কুইতি।**
২. **সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাপ এরিয়া ২-৭/১০ ডেসিমেল কমবেশি এবং তদস্থিত কোনও নির্মাণ মৌজা : খেজুরবেড়িয়া, জেএল নং ৮৬, আরএস খতিয়ান নং ২২, এলআর খতিয়ান নং ১৪৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২২৯/৭৫৩, গ্রাম : খেজুরবেড়িয়া, থানা : নন্দকুমার, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, দলিল নং ১-২৬৪৫, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১০৩, পৃষ্ঠা ১১৭ থেকে ১২১-২০০৬ সালের। নথিভুক্ত এডিএসআর -পূর্ব মেদিনীপুর। ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : বিভূতি ভূষণ জানার সম্পত্তি; পূর্বে : সম্পত্তি দাগ নং ২১৯; দক্ষিণে : লক্ষ্মীকান্ত গিরি এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; পশ্চিমে : সম্পত্তি দাগ নং ১১৩/৭৫৫।**
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : সম্পত্তি : শ্রী প্রদীপ কুইতি, পিতা শ্রী বিজয় কুমার কুইতি।
সংরক্ষিত মূল্য : প্রয়োজন বোধে উক্ত বিক্রয় নোটিশ প্রকাশের সময়ে ঘোষণা করা হবে।
মোট পরিমাণ বকেয়া ৩০.০৮.২০২৫ অনুযায়ী :৫৮,৫১,৯৮৬ টাকা এবং পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের অতিরিক্তে এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য মতে সময়ে সময়ে চূড়ান্ত ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত।
আমরা আবারও আপনাদের ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে উদ্ধার করতে পারেন।
তারিখ : ১১.০৯.২০২৫ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কলকাতা **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া**
এই প্রকাশনা উক্ত নোটিশের বিকল্প অবগতকরণ হিসেবে গণ্য হবে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
দাবি নোটিশ

স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা শাখা (এসএএমএল)
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় তল, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০০১
ইমেল : samlkolkata@indianbank.co.in ফোন নং : (০৩৩) ২২৩১ ১৪৭১

২০০২ (২০০২ সালের আইন নং ২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারার সহিত পঠিত ১৩(৩) এবং ১৩(৮) অধীনে নোটিশ।
উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে তাদের গৃহীত ঋণের বিষয়ে এবং লোন অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পর তাদের ব্যাংকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৬০ দিনের সময় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি(গুলি) পাঠানো হয়েছে কিন্তু স্বীকৃতি এখনও প্রাপ্ত হয়নি। আমরা ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীচে বিস্তারিত জামিনদত্ত সম্পদের দখল নেওয়ার জন্য নির্দেশ করছি।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে অবগত করা হচ্ছে সারফেসি আইন অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ এড়াতে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য। আমাদের অফিসে রাখা বিস্তারিত নোটিশ সংগ্রহ করার পরামর্শ তাদের দেওয়া হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) এনপিএ-র তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	**ক) ১. মেসার্স দেব কম্পিউটার অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ প্রা লি.। ডিরেক্টরগণ : ১) শ্রী কমল কয়াল ২) শ্রীমতি সুজাতা কয়াল, ৩) শ্রী অমল কুমার কয়াল, ৪) শ্রীমতি মধুমিতা কয়াল,** **রেজিস্টার্ড ঠিকানা :** ২৪৮, এম জি রোড, কবরডাঙ্গা, সুজাতা ভবন, ওয়ার্ড নং ১৪২, কালীতলা, থানা : হরিদেবপুর,কলকাতা - ৭০০১০৪। **২. শ্রী কমল কয়াল,** পিতা পবিত্র কান্তি কয়াল, **ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা-মেসার্স দেব কম্পিউটার অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ প্রা লি.,** ১৭৮, ডায়মন্ড হারবার রোড,জোকা,কলকাতা - ৭০০১০৪। **৩. শ্রীমতি সুজাতা কয়াল,** স্বামী শ্রী কমল কয়াল, **ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা- মেসার্স দেব কম্পিউটার অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ প্রা লি.,** ১৭৮, ডায়মন্ড হারবার রোড,জোকা,কলকাতা - ৭০০১০৪। **৪. শ্রী অমল কুমার কয়াল,** পিতা শ্রী পবিত্র কান্তি কয়াল **ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা- মেসার্স দেব কম্পিউটার অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ প্রা লি.,** ১৭৮, ডায়মন্ড হারবার রোড,জোকা,কলকাতা - ৭০০১০৪। **৫. শ্রীমতি মধুমিতা কয়াল,** স্বামী শ্রী অমল কুমার কয়াল, **ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা- মেসার্স দেব কম্পিউটার অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ প্রা লি.,** ১৭৮, ডায়মন্ড হারবার রোড,জোকা,কলকাতা - ৭০০১০৪। **৬. মেসার্স পবিত্র বিভারেজেস, স্বত্বাধিকারী : শ্রী কমল কয়াল, ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা- মেসার্স দেব কম্পিউটার অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ প্রা লি.,** টলি টুইন, পবিত্র মেগা মল,প্রেমিসেস নং ৩২৫, এম জি রোড, রামচন্দ্রপুর, কবরডাঙ্গা মোড়, কলকাতা - ৭০০১০৪। **এ/সি নং : ৬৩৬০৯১৪০১২ এবং ৬৮৮৭৮২৯৮১৯।** **খ) স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা শাখা।**	**তপশিল** **নিম্নোক্ত মতে জামিনদত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত : বন্ধকদত্ত সম্পদ (সীমা সহ) :** ১) সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত শপ নং এ-৩৯, একতলায় পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৬২ বর্গফুট দক্ষিণ পশ্চিম অংশে ব্লক নং ১, ভবন কমপ্লেক্স না পবিত্র মেগা মল-টলি টুইন, মৌজা রামচন্দ্রপুর, পরগনা- মাগুরা, জেএল নং ৩১, আরএস ৩৩৪, তৌজি নং ১৮, আরএস খতিয়ান নং ১৫০ এবং ১৬৭, আরএস দাগ নং ২৪/২০১ এবং ২৫, জোকা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১০৪, প ব, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ২৬৭-২০০৭ সালের, এডিএসআর বেহালা,বুক নং ১, ভল্যুম নং ৮, পৃষ্ঠা ১৮৭ থেকে ২১৪, তারিখ ২৬.০২.২০০৭, **সম্পত্তি মেসার্স পবিত্র বিভারেজেস, স্বত্বাধিকারী : শ্রী কমল কয়াল,** চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর দোকান, দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি এবং চলার পথ, পূর্বে : দোকান নং ৩৮, এবং চলার পথ, পশ্চিমে : ২০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। ২. সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত দোকান নং বি-২৯, ২য় তলে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১৫০ বর্গফুট, দক্ষিণ পশ্চিম অংশে ব্লক নং ১, ভবন কমপ্লেক্সের নাম পবিত্র মেগা মল- টলি টুইন, মৌজা : রামচন্দ্রপুর, পরগনা : মাগুরা, জেএল নং ৩১, আরএস ৩৩৪, তৌজি নং ১৮, আরএস খতিয়ান নং ১৫০ এবং ১৬৭, আরএস দাগ নং ২৪/২০১ এবং ২৫, জোকা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১০৪, পব, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ২৬৮-২০০৭ সালের, এডিএসআর বেহালা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৮, পৃষ্ঠা ২১৫ থেকে ২৪৪, তারিখ ২৬.০২.২০০৭, **সম্পত্তির মেসার্স পবিত্র বিভারেজেস এর নামে, স্বত্বা : শ্রী কমল কয়াল,** চৌহদ্দি : উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া চলার পথ, দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পূর্বে : অন্যান্যর দোকান, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি। **২০০২ সারফেসি আইন অধীনে আপনাদের প্রতি পূর্বের সকল নোটশ বাতিল এবং /বা খারিজ করা হয়েছে, এবং উক্ত নোটিশ অধীনে ব্যবস্থগুলিও, কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই আমাদের অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে উপলব্ধ উক্ত আইন এবং বিধি সংশ্লিষ্ট অধীনে।**	**ক) ৩১.০৩.২০২১ খ) ২৯.০৭.২০২৫ গ) ২,০৯,০৬,২২৯.০০ টাকা** (দুই কোটি নয় লাখ ছয় হাজার দুশো উনত্রিশ টাকা) **২৯.০৭.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত

তারিখ : ২৯.০৭.২০২৫ / স্থান : কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার /ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ২৫.০৭.২০২৫ তারিখে আইএনআর ২,৭৯,৮৯,০১৭ টাকা (দুই কোটি উনআশি লাখ উননব্বই হাজার সতের টাকা) ০৫.০৯.২০২৫ অনুযায়ী,** (দাবি নোটিশ তারিখ ২৭.০৬.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত আইএনআর ২,৩৩,৫২,৩৫৭ টাকা (দুই কোটি তেত্রিশ লাখ বাহান্ন হাজার তিনশ সাতান্ন টাকা) চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণ-এর কাছ থেকে যেমন **(১) মেসার্স এন ডি মার্বেল (২) শ্রী নরেন্দ্র নাথ দাস (৩) আদিত্য দাস (৪) তনুশ্রী দাস (পরবর্তীতে একত্রে "ঋণগ্রহীতাগণ" হিসেবে উল্লিখিত)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ই

বার্নপুরের সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সিন্ডিকেটরাজের বিরুদ্ধে তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:- বার্নপুরের সেল আই এসপি কারখানার আধুনিকরণের প্রকল্পকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সভা করলেন বুধবার। বার্নপুরের ত্রিবেণী মোড়ে এই জনসভায় শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য, রাজ্য নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি, যুবনেতা কেশব পোদ্দার-সহ আরও অনেকে।

এই সভায় শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা লগ্নি হতে চলেছে এই কারখানায় এবং এতে প্রায় ১২ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'রাজ্যের শাসকদল ইতিমধ্যে তাঁদের পছন্দের সংস্থাকে দিয়ে আধুনিকীকরণের কাজ করার বরাত পাওয়ানোর চক্রান্ত শুরু করেছে। শুধু তাই নয় কারখানায় নতুন কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে সিন্ডিকেটরাজ চালানোর চেষ্টা করছে। যা কোনওমতেই বরদাস্ত করা হবে না।' শুভেন্দুর দাবি, 'স্বচ্ছতা আনতে আধুনিকীকরণের সমস্ত কাজ অনলাইনের মাধ্যমে করতে হবে। বিশেষ করে টেন্ডারের বিষয়টি। কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনার জন্য পোর্টাল চালু করতে হবে।' পাশাপাশি শাসকদলের উদ্দেশ্যে বিরোধী দলনেতার কটাক্ষ, 'এই সরকারের আমলে কয়লা দুর্নীতি হয়েছে যা প্রমাণিত, নদীর বালি চুরি করতে ব্যস্ত মাফিয়ারা, চাকরির দুর্নীতি সবার সামনে এসেছে। এখন কেন্দ্র সরকার আধুনিকীকরণের অর্থ অনুমোদন করার পর সেই দিকেই নজর পড়েছে শাসকগোষ্ঠীর মাফিয়াদের।' এদিনের সভার আগে বার্নপুর রোডে বিজেপি দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে তিনি বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো শহরে বক্তৃতার দিনকে অনুকরণ করে রাজ্যজুড়ে বিবেক ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। যা শেষ হবে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে।'

অশান্তির মাঝে পড়ে মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: পানীয় জলের লাইন পাতাকে কেন্দ্র করে অশান্তি দু'পক্ষের অশান্তির মাঝে পড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃতের নাম তসলিমা বেগম (৪৪)। জানা গিয়েছে, তসলিমা বাগনানের নপাড়ায় বাবার বাড়ি এসেছিলেন। তাঁর শ্বশুর বাড়ি জয়পুরের মৈনানে। দীর্ঘদিন ধরেই তসলিমার বাবার বাড়ির লোকেদের সঙ্গে প্রতিবেশীদের পানীয় জলের লাইনকে কেন্দ্র করে অশান্তি চলছিল। সোমবার রাত এগারোটা নাগাদ প্রতিবেশী জুলফিকার খানদের সঙ্গে অশান্তি হয়। সেই সময় তসলিমা অশান্তি থামাতে গেলে তাঁকে পিছন থেকে জুলফিকার মাথায় শাবল দিয়ে মারে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তসলিমা। পরে আশপাশের লোকজন এসে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালে, মঙ্গলবার মৃত্যু হয় তাঁর। এরপরই এলাকার লোকজন উত্তেজিত হয়ে দোষীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে বাগনান-আমতা রোড অবরোধ করে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

চাঁচলে পথদুর্ঘটনার বলি দুই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেপরোয়া পণ্য বোঝাই পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হলো দুই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। বুধবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনা ঘটেছে চাঁচল মহকুমার পুখুরিয়া থানার সামসি গ্রাম পঞ্চায়েতের মতিগঞ্জ এলাকার ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে। এই পথ দুর্ঘটনার পর ঘাতক পিকআপ ভ্যানটির চালক গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় পুখুরিয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। দুর্ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণ পর স্থানীয় ও পুলিশদের সহযোগিতায় যানজট পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। অন্যান্য পরীক্ষার্থীরাও নিজেদের পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার সুযোগ পান।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম তন্ময় প্রামাণিক (১৮), মহম্মদ রেহান (১৮)। এদের বাড়ি পুখুরিয়া থানার বল্লভপুর এলাকায়। এরা দু'জনেই সামসি গ্রাম পঞ্চায়েতের এগ্রিল হাইস্কুলের ছাত্র। এবারের উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম সেমিস্টারের সিট পড়েছিল রতুয়া হাইস্কুলে। এদিন ছিল উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম সেমিস্টারের তৃতীয় দিনের ইংরেজি পরীক্ষা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সামসি থেকে রতুয়ার দিকে একটি মোটরবাইকে করে ওই দুই ছাত্র দ্রুতগতিতে যাচ্ছিল। উলটো দিক থেকে একটি পণ্য বোঝাই পিকআপ ভ্যানও দ্রুতগতিতে আসছিল। মতিগঞ্জ এলাকার রাজ্য সড়কের একটি বাঁকের কাছেই মোটর বাইকটি এসে সজোরে ওই পিকআপ ভ্যানটিকে ধাক্কা মারে। তাতেই ওই দুই ছাত্র বাইক থেকে ছিটকে যায়। পাশাপাশি পিকআপ ভ্যানটিও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উলটে যায়। তড়িঘড়ি রাস্তা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই দুই ছাত্রকে উদ্ধারের পর নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁদের মৃত্যু হয়। এদিকে মৃতের রেহানের এক কাকা মুকুল রহমান জানিয়েছেন, পাশাপাশি ভাইপো ও তার বন্ধু বাড়ি। মোটরবাইক নিয়ে একসঙ্গে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু বেপরোয়া পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় অকালে দুটি প্রাণ চলে গেল। পুখুরিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘাতক গাড়ির চালকের খোঁজ চালানো হচ্ছে। আপাতত ওই পিকআপ ভ্যানটি আটক করা হয়েছে। যদিও ওই দুই পরীক্ষার্থীর মাথায় হেলমেট ছিল না এবং তারা মোটরবাইকটি দ্রুত গতিতেই চালাচ্ছিল।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আলিপুর শাখা, কলকাতা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২৬.০৯.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আলিপুর শাখা, কলকাতা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৭,৪৯,৮৬,২৭২.০০ টাকা (সাত কোটি উনপঞ্চাশ লাখ ছিয়াশি হাজার দুশো বাহাত্তর টাকা) ০৫.০৮.২০২৫** অনুযায়ী এবং **০৬.০৮.২০২৫** থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ আদায়ের জন্য **মেসার্স দিব্যম পাইপস অ্যান্ড টিউব প্রা. লি. রেজি অফিস** - ২০বি, আবদুল হামিদ স্ট্রিট, ৮ম তল, স্যুট নং ৭এ(আই) কলকাতা - ৭০০০৬৯। **ফ্যাক্টরি ঠিকানা** - জি টি রোড, কুলতোরা, পো - সীতারামপুর, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩৫৯ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	১. ক) মেসার্স দিব্যম পাইপস অ্যান্ড টিউব প্রা লি, **রেজি অফিস :** ২০বি, আবদুল হামিদ স্ট্রিট, ৮ম তল, স্যুট নং ৭এ(আই), কলকাতা -৭০০০৬৯। ২. মেসার্স দিব্যম পাইপস অ্যান্ড টিউব প্রা লি., **ফ্যাক্টরি ঠিকানা :** জি টি রোড, কুলতোড়া, পো : সীতারামপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩৫৯। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক সি, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭, ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা -৭০০০২৩। ৩. শ্রী ব্রজেশ গুপ্তা (ডিরেক্টর, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা), ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক সি, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭, ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা -৭০০০২৩। ৪. শ্রী দিব্যম গুপ্তা (ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা), ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক সি, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭, ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা -৭০০০২৩। ৫. শ্রীমতি সীমা গুপ্তা (ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা), ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক সি, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭, ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা -৭০০০২৩। ৬. মেসার্স ডেস্টিনেশন টেক্সটাইলস প্রা লি, ৯৪, ফিয়ার্স লেন, ২য়তল, রুম নং ১০৪, কলকাতা - ৭০০০১২। খ) আলিপুর শাখা, কলকাতা।	বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পদের নির্ধারিত বিস্তারিত, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ফ্যাক্টরি/ইউনিট শেড এবং নির্মাণ পরিমাপ ৩৩ ডেসিমেল (১৮-১২-০৩) অবস্থিত মৌজা -কুলতোড়া, জেএল নং ২১, এলআর প্লট নং ৬৩৮, এলআর খতিয়ান নং ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১ (খতিয়ান নং পর্চা ৯৩৫/১ অনুযায়ী), জি টি রোড, আসানসোল, থানা : কুলটি চৌকি বর্ধমান, আসানসোল পুরসভা অধীন, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩৫৯, সম্পত্তি শ্রী ব্রজেশ গুপ্তা, সম্পত্তির চৌহদ্দি : (মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী) : উত্তরে : প্লট নং ৬৩৮ (অংশ), দক্ষিণে : ক্রেতার জমি এবং সড়ক, পূর্বে : ক্রেতার জমি, পশ্চিমে : শ্রীমতি সাগরী খাতুন এর জমি।	৭,৪৯,৮৬,২৭২.০০ টাকা (সাত কোটি উনপঞ্চাশ লাখ ছিয়াশি হাজার দুশো বাহাত্তর টাকা) ০৫.০৮.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৬.০৮.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	ক) ২,৫৮,৩০,০০০.০০ টাকা (*) (দুই কোটি আটান্ন লাখ তিরিশ হাজার টাকা) খ) ২৫,৮৩,০০০.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ তিরাশি হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB30258881333 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১১.০৯.২০২৫ থেকে ২৫.০৯.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৬.০৯.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/ডিরেক্টর(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ০৬.০৮.২০২৫
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আলিপুর শাখা, কলকাতা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২৬.০৯.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আলিপুর শাখা, কলকাতা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৭,৪৯,৮৬,২৭২.০০ টাকা (সাত কোটি উনপঞ্চাশ লাখ ছিয়াশি হাজার দুশো বাহাত্তর টাকা) ০৫.০৮.২০২৫** অনুযায়ী এবং **০৬.০৮.২০২৫** থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ আদায়ের জন্য **মেসার্স দিব্যম পাইপস অ্যান্ড টিউব প্রা. লি. রেজি অফিস** - ২০বি, আবদুল হামিদ স্ট্রিট, ৮ম তল, স্যুট নং ৭এ(আই) কলকাতা - ৭০০০৬৯। **ফ্যাক্টরি ঠিকানা** - জি টি রোড, কুলতোরা, পো - সীতারামপুর, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩৫৯ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	১. ক) মেসার্স দিব্যম পাইপস অ্যান্ড টিউব প্রা লি, **রেজি অফিস :** ২০বি, আবদুল হামিদ স্ট্রিট, ৮ম তল, স্যুট নং ৭এ(আই), কলকাতা -৭০০০৬৯। ২. মেসার্স দিব্যম পাইপস অ্যান্ড টিউব প্রা লি., **ফ্যাক্টরি ঠিকানা :** জি টি রোড, কুলতোড়া, পো : সীতারামপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩৫৯। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক সি, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭, ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা -৭০০০২৩। ৩. শ্রী ব্রজেশ গুপ্তা (ডিরেক্টর, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা), ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক সি, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭, ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা -৭০০০২৩। ৪. শ্রী দিব্যম গুপ্তা (ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা), ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক সি, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭, ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা -৭০০০২৩। ৫. শ্রীমতি সীমা গুপ্তা (ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা), ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক সি, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭, ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা -৭০০০২৩। ৬. মেসার্স ডেস্টিনেশন টেক্সটাইলস প্রা লি, ৯৪, ফিয়ার্স লেন, ২য়তল, রুম নং ১০৪, কলকাতা - ৭০০০১২। খ) আলিপুর শাখা, কলকাতা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন শেড এবং সিজিআই শেড নির্মাণ চারিদিক ঘেরা পাঁচিল দিয়ে, লোহার গ্রিল গেট সহ প্রবেশদ্বারে, পরিমাপ ১২৪ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা -নাকড়াজুড়িয়া, জেএল নং ২৬, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৯৮৮, ৯৯৮, এলআর খতিয়ান নং ১১৩৫, দেন্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : সালানপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী ব্রজেশ গুপ্তা, সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : কেক ফ্যাক্টরি, দক্ষিণে : মাইথন স্টিল এবং পাওয়ার প্ল্যান্টের সম্পত্তি, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : ১৫ফুট চওড়া কাঁচা রোড এবং ছাবড়া ইস্পাৎ প্রা লি।	৭,৪৯,৮৬,২৭২.০০ টাকা (সাত কোটি উনপঞ্চাশ লাখ ছিয়াশি হাজার দুশো বাহাত্তর টাকা) ০৫.০৮.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৬.০৮.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	ক) ১,৯৫,২৫,৫০০.০০ টাকা (*) (এক কোটি পঁচানব্বই লাখ পঁচিশ হাজার পাঁচশ টাকা) খ) ১৯,৫২,৫০০.০০ টাকা (উনিশ লাখ বাহান্ন হাজার পাঁচশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50437772184 ঙ) আনুমানিক ২৭ ডেসিমেল দায়বদ্ধতা অধীন চ) প্রতীকী দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১১.০৯.২০২৫ থেকে ২৫.০৯.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৬.০৯.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/ডিরেক্টর(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ০৬.০৮.২০২৫
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Union Bank of India
A Government of India Undertaking

রিজিওনাল অফিস : গ্রেটার কলকাতা
৩, মিডলটন রো, পার্ক স্ট্রিট এরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেল: crld.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য মেগা ই-নিলাম (সারফেইসি অ্যাক্ট অধীন)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৮(৬) এবং স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৮(৬) বিধানের সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীন অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে বন্ধকীকৃত/দায়বদ্ধ/অঙ্গীকারকৃত/চার্জকৃত অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**/সুরক্ষিত ঋণদাতার নিকট যা সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসেবে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক গঠনমূলক/বাস্তবিক দখলীকৃত **২৬.০৯.২০২৫** তারিখে বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যে অবস্থায় আছে', যেখানে যা আছে'** এবং **'যেখানে যেভাবে আছে ভিত্তিতে' ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য।

সংরক্ষিত মূল্যের বিস্তারিত এবং ইএমডি প্রতিটি জামিনদত্ত সম্পত্তি (সমূহ)-র জন্য। বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ওয়েব পোর্টালে প্রদত্ত অনুযায়ী। বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** প্রদত্ত লিঙ্ক অনুযায়ী।

নিম্নোক্ত সম্পত্তি "অনলাইন ই-নিলাম" বিক্রি করা হবে ওয়েবসাইট https://baanknet.com এবং BAANKNET ই-কমার্সের ওয়েবসাইট support.BAANKNET@psballiance.com মাধ্যমে।

নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা
টেন্ডার/ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ ঃ ই-নিলাম শুরু হওয়ার পূর্বে অথবা তার মধ্যে
ইএমডি জমা দেবার ধরন ঃ ডাকদাতা তার BAANKNET ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে পারেন

লট নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম গ) সম্পত্তির বিবরণ ঘ) মালিক/সমূহের নাম ঙ) সম্পত্তি আইডি (সম্পত্তিটি যদি ইতিমধ্যে BAANKNET পোর্টালে আপলোড করা থাকে)	ক) সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ) বায়না অর্থ জমা টাকায়	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ	ক) বকেয়া ঋণ খ) যোগাযোগের ব্যক্তি এবং মোবাইল নং	ক) দায়বদ্ধতা খ) গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল
১.	**ক. শ্রী সঞ্জয় দত্ত এবং শ্রীমতি ঝর্না দত্ত** **খ. দমদম শাখা (৫৬১৯৫৯)** **গ. সম্পত্তি:** 'প্রতিমা নিবাস' নামে পরিচিত জি+৪ তলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে (দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে) অবস্থিত প্রায় ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকার একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নং জি-৪ এর সকল। ফ্ল্যাটটিতে দুটি শয়নকক্ষ, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, একটি খোলা রান্নাঘর, দুটি বাথরুম ও প্রিভি এবং একটি বারান্দা রয়েছে, যা মৌজা - কইখালি, জে.এল. নং ৫, তৌজী নং ১৭২, আর.এস. নং ১১৫, থানা - এয়ারপোর্ট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনার অধীনে আর.এস. / এল.আর. দাগ নং ২৭৮, ২৭৮/৬৫০, ২৭৯ ও ২৮০-এর অংশস্বরূপ প্রায় কমবেশি ১২ কাঠা ১০ ছটাক ও ৫ বর্গফুট বাস্তু জমির উপর নির্মিত, যার আর.এস. খতিয়ান নং ৬৪০, ৭৮৯, ৪২০, ২৮০, ১৫৭, ২০২, ১০৬, ১০৮ ও ২০৭, জমিদার খতিয়ান নং ৪২১, এল.আর. খতিয়ান নং ৭৮৯, ১৫৯ ও ১৬৯১-এর অন্তর্গত। ফ্ল্যাটটি এখন রাজাহাট গোপালপুর পৌরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের মধ্যে অবস্থিত এবং কলকাতা - ৭০০ ০৫২-এর কইখালি দাস পাড়ায়। বর্তমানে এটি বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৬ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত এবং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং আরজিএম-১০/১৩১, ব্লক

বিহারের রেলপ্রকল্পে অনুমোদন মোদী মন্ত্রিসভার, লাভবান হবে পশ্চিমবঙ্গও

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বুধবার দু'টি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে এদিন অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভার কমিটি বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গে ভাগলপুর- দুমকা-রামপুরহাট একক রেললাইন অংশের (১৭৭ কিমি) ডাবলিং অনুমোদন করেছে, যার মোট ব্যয় প্রায় ৩,১৬৯ কোটি টাকা।

বর্ধিত লাইন ক্ষমতা ভারতীয় রেলের জন্য গতিশীলতা উন্নত করবে, দক্ষতা এবং পরিষেবা নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে। মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রস্তাবটি কার্যক্রম সহজ করবে এবং যানজট কমাবে, ভারতীয় রেলের ব্যস্ততম অংশগুলিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নতুন ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যা এই অঞ্চলের জনগণকে 'আত্মনির্ভর' করে তুলবে, যা এই অঞ্চলের ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান বা স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে।

এছাড়াও হাইব্রিড অ্যানুইটি মোড ব্যবহার করে বিহারের বক্সার-ভাগলপুর হাই-স্পিড করিডরের ৪-লেনের গ্রিনফিল্ড অ্যাক্সেস-নিয়ন্ত্রিত মোকামা-মুঙ্গের অংশ নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এই প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য ৮২.৪ কিলোমিটার এবং ব্যয় ৪,৪৪৭.৩৮ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, 'এটি বক্সার থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত করিডরের একটি অংশ। এর বিনিয়োগ হবে ৪,৪৪৭ কোটি টাকা। এটি দক্ষিণ বিহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এর মধ্যে, যদি আমরা বক্সার থেকে পটনা যাই, তাহলে ইতিমধ্যেই একটি ভালো নেটওয়ার্ক রয়েছে এবং পটনা থেকে ফতুহা এবং ফতুহা থেকে আরও দূরে বেগুসরাই পর্যন্ত, এই প্রকল্পটি প্রায় সম্পন্ন হয়েছে, কিছু ছয় লেন এবং কিছু চার লেন-সহ। আজ যে অংশটি অনুমোদিত হয়েছে, তা মোকামা থেকে মুঙ্গের, এই প্রকল্পের সৌজন্যে মোট ভ্রমণের সময় প্রায় ১ ঘণ্টা সাশ্রয় হবে।'

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৯৫, তারিখঃ ০৯.০৯.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নংঃ ১, টেন্ডার নংঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৪১, কাজের নামঃ** ''এইএন/বর্ধমানের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নং. ২ এবং ১০এম-তে ড্রেনেজের উন্নয়ন সহ পাম্প রুমের ব্যবস্থা'' সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (জেনারেল) কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২৩,১৩,৭৪৪ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)ঃ** ৪৬,৩০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৯০ দিন। **ক্রমিক নংঃ ২, টেন্ডার নংঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৮২, কাজের নামঃ** ''এবিএসএস-এর অধীনে ডানকুনিতে সার্কুলেটিং এবং পার্কিং এরিয়ার উন্নয়ন, বারান্দা (পোর্চ) এবং ইন্টিরিয়র কাজ সহ ফ্রন্ট ফ্যাকাডের উন্নয়ন সহ গ্রাউন্ড প্লোর বিল্ডিং সম্পূর্ণ করা'' সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (জেনারেল) কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪৩,৩২,৯৩৯ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)ঃ** ৮৬,৭০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৩.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। কোন কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য, টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-285/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

No. WB-HMC/TN/ED/S&D/12/2025-2026 তারিখ : ০৯.০৯.২০২৫

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এসঅ্যান্ডডি), হাওড়া পৌর নিগম-এইচএমসি ওয়ার্ড নং ২২ অধীনে টিকিয়াপাড়ায় দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কালভার্ট এলাকায় পাম্পের মাধ্যমে জল নিকাশি কাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত, প্রখ্যাত এবং সঙ্গতিপন্ন এবং সংশ্লিষ্ট কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার নোটিশ এবং এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিভাগীয় www.wbtender.gov.in উপলব্ধ। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১৯.০৯.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

১২৭(১)/২৫-২৬ সেক্রেটারি
১০.৯.২৫ হাওড়া পৌর নিগম

BIRNAGAR MUNICIPALITY

Tender Notice

Sl. No.	Name of Work	NIT No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1.	PAINTING OF BIRNAGAR GIRLS G.S.F.P SCHOOL OF WARD NO-06 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SAMADHAN. Group-A. (Tender ID: 2025_MAD_899900_1)	WBMAD/BM/7e/2025-26 Memo. No.: 434/PWD Dated: 09.09.2025 Reff. No.- BRGM/PH-I/L1/02081608/8569	10.09.2025 at 10.00AM	18.09.2025 at 03.55PM
2	CONSTRUCTION OF BOUNDARY WALL AT BIDHAN SMRITY PRIMARY SCHOOL OF WARD NO - 7 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDE AMADER PARA AMADER SAMADHAN. Group-B. (Tender ID: 2025_MAD_899900_2)			
3	Construction of Surface Drain From Sushil Paul to Gopal Saha at Booth no.-156 of ward no.-08 under APAS within Birnagar Municipality. Group-C. (Tender ID: 2025_MAD_899900_3)			
4	Renovation of Birnagar Girls G.S.F.P. School Toilet of ward no. 06 within Birnagar Municipality under APAS.	430/PWD DATE-09.09.2025	09.09.2025 at 10.00AM	18.09.2025 at 03.55PM
5	Birnagar Girls G.S.F.P. School New Floor at Birnagar of ward no. 06 within Birnagar Municipality under APAS.	431/PWD DATE-09.09.2025		
6	Construction of Flag Post at Moyrapukur of ward no. 06 within Birnagar Municipality under APAS.	432/PWD DATE-09.09.2025		
7	Construction of Roof at Bidhan Smrity Primary School of Ward No. 07 within Birnagar Municipality under APAS.	433/PWD DATE-09.09.2025		

For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & **www.birnagarmunicipality.org**.

Partha Kumar Chatterjee,
Chairman,
Birnagar Municipality.

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.

(A Govt. Undertaking)

Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 290 to 301/2025-2026 Dated- 10-09-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works and supply works at North 24 Parganas, Bankura, Purulia, Murshidabad, Nadia, Howrah and Jhargram Hooghly District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **11-09-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **19-09-2025 and 25-09-2025 upto 3.00 pm**

Date: 10.09.2025 **Sd/- Executive Engineer**

BARRACKPORE MUNICIPALITY

B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.

TENDER NOTICE

No. 16/25-26/MF/T Dated 10.09.2025.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **27.09.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/335/25-26 Dated 10.09.25	Reparing of Road at Ghasiara Road, Bosebagan, Rupnagar Road, Gorkhara Road, Ghoshpara Road, Badamtala, Khalpar , Vivekanandapaly & Uttrayanpally in Ward No.-11 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 18,91,437.00
WBMAD/ULB/RSM/336/25-26 Dated 10.09.25	Reparing of Road at Kamrabad Main Road, Subhaspally Road, Carshed Road, Mandirtala, Fulerhat, Sarat Sarani & Vivekananda Nagar in Ward No.- 09 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 15,83,256.00
WBMAD/ULB/RSM/337/25-26 Dated 10.09.25	Reparing of Road at Baguipara Road , Jadav Sarkar Road, Haritakitala to Jubilee club va Gostatala, Kadamtala to Millanpally Durga bedi & Sukantapally to 9 er Pally Culvert in Ward No. - 14 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 22,83,820.00
WBMAD/ULB/RSM/338/25-26 Dated 10.09.25	Reparing of Road (Patch Type) at Khirishtala to Kadamtala via Ghoshpara, Paschim Baidyapara Road, Daspara Road, Purbasha Road & Sonarpur Sahebpara more to Khirishtala more via Vidyapith School to Heavens Garden in Ward No. - 13 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 22,06,308.00.
WBMAD/ULB/RSM/339/25-26 Dated 10.09.25	Repairing of Road at Padmamadhur Road, Mathurapur Road, Tara Maa more , Natunpally Road, Abakjalpan more to Canning Railline via Sanjukta parishad in Ward No. - 12 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 10,81,521.00

Bid Submission end date: **25.09.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Memari-II Development Block

Paharhati, Purba Bardhaman

e-Tender Notice

e-Tender is invited vide **NIT No.: 07/APAS/2025-26 & Memo No.: 4260, Date: 10.09.2025** for **08 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **17.09.2025** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/ SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer,
Memari-II Development Block

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/333/25-26 Dated 10.09.25	Construction of Bats Consolidation Road from Badamtala Bedi to Kadamtala Grocery Shop and Reparing of Old Drain beside Badamtala main road in Ward No.-11 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 3,63,450.00

Bid Submission end date: **18.09.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/334/25-26 Dated 10.09.25	Concrete Road at Malir Bagan and Nangal Para in Ward No. - 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 8,65,420.00

Bid Submission end date: **18.09.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ফর্ম জি

দত্ত অ্যাগ্রো মিলস প্রাইভেট লিমিটেড -এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সোনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	দত্ত অ্যাগ্রো মিলস প্রাইভেট লিমিটেড CIN : U15142WB1995PTC073558 PAN : AABCD9050B
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	গ্রাম - ধুনুই পো - পাহারহাটি, থানা - মেমারি জেলা - বর্ধমান, ধুনুই, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১৬৮
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রাপ্ত নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	গ্রাম - ধুনুই পো - পাহারহাটি, থানা - মেমারি জেলা - বর্ধমান, ধুনুই, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১৬৮
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রাপ্ত নয়
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	প্রাপ্ত নয়
৮.	আরও বিস্তারিত শেষ প্রাপ্ত বিগত দুই বছরের আর্থিক প্রতিবেদন(তপশিল সহ) , ইউআরএল তে প্রাপ্ত বিনিয়োগকারীগণের তালিকা সহ :	ব্যালেন্স সিট, পি এবং এল এবং ২০১৭-১৮ আর্থিক বর্ষের উপলব্ধ তপশিল অনুযায়ী। সংশ্লিষ্ট সকল নথি duttaagromills@aaainsolvency.comতে ইমেল পাঠিয়ে এবং বিনিয়োগকারীগণের তালিকা পাওয়া যাবে https://ibbi.gov.in/en/claims/front-claim-details/9831 থেকে।
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত :	duttaagromills@aaainsolvency.com ইমেল পাঠিয়ে পাওয়া যাবে
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২৬.০৯.২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৩.১০.২০২৫
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	০৮.১০.২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৩.১০.২০২৫
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১৬.১০.২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৫.১১.২০২৫
১৬.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বানদাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	duttaagromills@aaainsolvency.com
১৭.	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	প্রাপ্ত নয়

দ্রষ্টব্য :
১. সকল ইওআই গৃহীত আরপি দ্বারা পর্যালোচিত হবে এবং সিওসি পরবর্তীতে আরও তথ্য/নথি প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত পক্ষগণকে দেওয়া হবে। আরপি/সিওসি - যেকোনও সময়ে ইওআই এর উপযুক্ততা পরিবর্তন করার অধিকারী।
২. আরপি/সিওসি কোনও কারণ ব্যতীতই এবং কোনও দায়বদ্ধতা ব্যতীতই প্রক্রিয়া/প্রয়োগের বাতিল এবং সংশোধন করার অধিকার রাখেন।

তারিখ : ১১.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা

প্রস্তাব পেশাদারের স্বাক্ষর
(পঙ্কজ কুমার টিবরেওয়াল)
রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P01577/2018-19/12410
প্রস্তাব পেশাদারের নথিভুক্ত ঠিকানা - চিত্রা ৩ই, ডিউক রেসিডেন্সি, ১৩ চন্ডীতলা লেন, ছালিয়া মোড়ের নিকট, টালিগঞ্জ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৪০
দত্ত অ্যাগ্রো মিলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে

OFFICE OF THE BOLSIDDHI KALINAGAR GRAM PANCHAYAT

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender is hereby invited by the Pradhan Bolsiddhi Kalinagar Gram Panchayat D/H-I Dev. Block, South 24 Parganas from the eligible contractors for the following works

(i) **NIT(5)/2025-26, MEMO NO. 636/BKGP/2025-26 Date 09.09.2025**
(ii) **NIT(6)/2025-26, MEMO NO. 637/BKGP/2025-26 Date 09.09.2025**
(iii) **NIT(7)/2025-26, MEMO NO. 638/BKGP/2025-26 Date 09.09.2025**

Bid Submission Closing Date : 18.09.2025 upto 6.10 P.M. Further details are available in the website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- **Prodhan**
Bolsiddhi Kalinagar Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender

Reference No:

1. **NIT 08/KDGP/SBM/2025-2026, MEMO NO. 108/KDGP/2025 Date 10.09.2025**

At different place within at KANPUR DHANBERIA GRAM PANCHAYAT under DIAMOND HARBOR-I Block, South 24 pgs WB. Last date for the online Bid Submission of Tender is: 18.09.25 at 4.30 PM. Detail will be available at the website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Kanpur Dhanberia Gram Panchayat Diamond Harbour-I 24 Pgs.(South)

Kalikapur-II Gram Panchayat

Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 510/KP-II/E-TENDER/BEUP/2025, Date : 10.09.2025.** Date of Publish of Tender: **10.09.2025 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **18.09.2025 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **22.09.2025 at 12:30 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

Sahajadapur Gram Panchayat

Dakshin Bijaynagar, Joynagar-II, South 24 Parganas

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 35 Nos. scheme vide **NIT No: 190/SAHA/APAS/SAN-IX/25-26, 191/SAHA/APAS/SAN-XI/25-26 & 192/SAHA/APAS/SAN-XIX/25-26, Dated-10.09.2025.** Documents Downloaded/Sale & Bid Submission Start date : **11.09.2025 from 10:00 A.M.** and Closing date (Online) : **20.09.2025 upto 11:00 A.M.** Tender opening date (Online): **22.09.2025 on 11:30 A.M.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** Tender id: **2025_ZPHD_9000064_(1-8), 2025_ZPHD_900211_(1-16) & 2025_ZPHD_900358_(1-11)** also available at undersigned G.P.

Sd/-
Pradhan
Sahajadapur Gram Panchayat

রাজহাট ইউনিয়ন লার্জ সাইজড প্রাইমারি কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

নিবন্ধন সংখ্যা-১৮ (এইচ-জি), তারিখ- ২০.১২.১৯৫৭
গ্রাম-রাজহাট, পোস্ট অফিস- রাজহাট, ব্লক- পোলবা-দাদপুর, জেলা- হুগলী

স্মারক নং-15/ARO/RAJHATULSPCACS/2025 তারিখ -09.09.2025

পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন এবং বিশেষ সাধারণ সভা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা রাজহাট ইউনিয়ন লার্জ সাইজড প্রাইমারি কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরেজি ১৬.১০.২০২৫ তারিখ, সকাল ১১.০০ টায় রাজহাট ইউনিয়ন লার্জ সাইজড প্রাইমারি কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের প্রধান কার্যালয়ে নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী এই সমিতির পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন পরিশেষে বিশেষ সাধারণ সভা সংঘটিত হবে। উক্ত পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিকে উপস্থিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশান কমিশন রেগুশলেন ২০১২ অনুসরণ করে পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন তথা বিশেষ সাধারণ সভায় যোগদান করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচন ক্ষেত্র-ভিত্তিক পরিচালকমন্ডলী আসন সংখ্যা, নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ও নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হলো।

পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ ঃ-

১. সমিতির বিগত ১০.০৮.২০২৫ তারিখে সংঘটিত প্রতিনিধি নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই উক্ত পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন।

নির্বাচন ক্ষেত্র নং	নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম	নির্বাচন ক্ষেত্রাধীন গ্রাম / মৌজা	প্রতিনিধির সংখ্যা	পরিচালক সংখ্যা (এই এলাকা থেকে নির্বাচিত হবেন)
১	রাজহাট-১ থেকে রাজহাট-১১	রাজহাট উত্তর, রাজহাট দক্ষিণ, নন্দীপুর, কোড়লা, নপাড়া, বারেকপুর, তারাবিহারী, বাড়োল, ঝাঁপা, ধুলিয়ারা, বাহিরনগর, ছাতিমতলা, মালিমপুর, হোসেনাবাদ, মিলচিতা, হালদারপাড়া, আয়মা-সাগরণপাড়া, আটপুকুর, ভোয়াগাছি, ভাতুড়িয়া, চৌতারা, আমপালা, চকগোটু, গান্ধীগ্রাম, ভাঁটুয়া উত্তর (নলবোনা, ভাঁটুয়া দক্ষিণ	৪৭ (সাতচল্লিশ) জন	১৮ (আঠারো) জন, তন্মধ্যে ২(দুই) জন মহিলা (সংরক্ষিত) এবং ১(এক) জন তপশিলি জাতি/ উপজাতিভুক্ত (সংরক্ষিত)

সর্বমোট নির্বাচন ক্ষেত্রের সংখ্যা **১ (এক) টি,** মোট প্রতিনিধির সংখ্যা **৪৭(সাতচল্লিশ) জন** সর্বমোট পরিচালক সংখ্যা **৪২ (আঠারো)** জন।

২. নির্বাচন ক্ষেত্রে যতজন অনুমোদিত পরিচালক নির্বাচিত হবেন, ভোট-পত্রে(ব্যালট পেপারে) অনধিক ততগুলি ভোট দিতে হবে।

৩. নির্বাচন-সূচী

ক্র. নং.	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর পরিচিতি
১	মনোনয়নপত্র বিতরণ এবং মনোনয়নপত্র গ্রহণ	২২.০৯.২০২৫	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
২	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	২৪.০৯.২০২৫	দুপুর ১২টার পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৩	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা-পরবর্তী বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২৪.০৯.২০২৫	মনোনয়ন পরীক্ষার অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৪	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	২৫.০৯.২০২৫	দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
৫	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার-পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২৫.০৯.২০২৫	দুপুর ৩টার পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৬	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	১৬.১০.২০২৫	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ
৭	ভোট গণনা	১৬.১০.২০২৫	ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ
৮	ভোটের ফল প্রকাশ	১৬.১০.২০২৫	ভোট গণনার অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ

৪. প্রার্থী মনোনয়নপত্রে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
৫. সংরক্ষিত মহিলা এবং তপশিলি জাতি/ উপজাতি পরিচালক আসনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নির্বাচিত মহিলা এবং তপশিলি জাতি/ উপজাতিভুক্ত সংরক্ষিত প্রতিনিধিগণই মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন।
৬. সমিতির সকল প্রতিনিধিগণকে উক্ত সভায় কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সরকারি বিধি মেনে চলার অনুরোধ করা হচ্ছে।
৭. কোন সদস্য/ ভোটার/ প্রার্থী যে কোনো বিষয়ে অবগত হতে চাইলে তাকে সমিতির কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো।

স্বা /- অভিজিৎ কর্মকার
সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
রাজহাট ইউনিয়ন লার্জ সাইজড প্রাইমারি কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি

খড়গপুর ডিভিসনে সুলভ শৌচালয়ের জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেজিপি/পিএনইউ/২০২৫/০৯ **তারিখ ০৯.০৯.২০২৫**

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিসন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক ৩ বছরের মেয়াদের জন্য খড়গপুর ১ এবং ২ নং প্ল্যাটফর্মের বুকিং অফিসের দক্ষিণ দিকের নিকটে, ঘাটশিলাতে প্ল্যাটফর্ম নং ১ (টাটা প্রান্তে)-এ, বারিপদাতে নতুন স্টেশন বিল্ডিং-এ, সাঁতরাগাছি রেলওয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্ম ৬/৭-এ সুলভ শৌচালয় (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট) ব্লক-I (ওএইচই মাস্ট নং ৭/৩৮এ-র নিকটে অবস্থিত) এবং ব্লক-II (ওএইচই মাস্ট নং ৭/৩৪বি)-তে সাধারণ সুলভ শৌচালয় পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিএনইউটিওআই-কেজিপি-২৫-৯, নিলামের তারিখ ঃ ১৬.০৯.২০২৫, নিলাম শুরু/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১১টা এবং দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে** যা **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আগ্রহী পক্ষ এবং ঠিকাদারগণের এ বিষয়ে দ

ছোট্ট বৃত্ত, বড় স্বপ্ন— নগরীর মানচিত্রে নতুন খেলার জন্ম

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ব্যস্ত রাস্তাঘাটে প্রতিদিনই ছুটে চলে বাস, ট্যাক্সি, অটো আর হাজারো মানুষের ভিড়। কিন্তু এই শহরেরই কিছু অলিগলি, পার্কের খোলা প্রান্তর কিংবা কোনও ফাঁকা রাস্তায় চোখে পড়ে এক ভিন্ন দৃশ্য। হাতে স্কেটবোর্ড নিয়ে তরুণ-তরুণীরা ছুটছে, উড়ছে, আবার পড়ছে, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। এরা কলকাতার স্কেটবোর্ডার। এখনও সংখ্যায় তারা কম, কিন্তু স্বপ্নের আকার বড়। ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন বা কবাডির শহর কলকাতা এখন ধীরে ধীরে পরিচিত হচ্ছে স্কেটবোর্ড নামক এক নতুন খেলাধূলার সঙ্গে।

পশ্চিমে এটি বহু পুরনো ও জনপ্রিয় খেলা হলেও ভারতে এখনও ততটা পরিচিত নয়। তবে ইদানীং সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে শহরের বহু কিশোর-কিশোরী স্কেটবোর্ডিং-এর প্রতি আগ্রহী হচ্ছে। ইউটিউব বা ইনস্টাগ্রামে বিদেশি স্কেটবোর্ডারদের দুর্দান্ত কায়দা দেখে কলকাতার যুবকরাও ঝুঁকছে এই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের দিকে। প্রায় এক দশক আগে কলকাতার কয়েকজন তরুণ মিলে প্রথম স্কেটবোর্ড হাতে নেন। কেউ পকেটমানি জমিয়ে বোর্ড কিনেছেন, কেউ বা দিল্লি বা বেঙ্গালুরু থেকে আনিয়েছেন। শুরুটা ছিল নিঃসন্দেহে কঠিন;শহরে কোনও নির্দিষ্ট স্কেট পার্ক নেই, রাস্তায় ট্র্যাফিকের ভিড় সবসময় ঝুঁকি তৈরি করে। কিন্তু সেই সব বাধা কাটিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে একটি ছোট্ট স্কেটবোর্ডিং কমিউনিটি। তারা নিয়মিত মিলে চর্চা করে, একে অপরকে কৌশল শেখায়।

২০২১ সালে টোকিও অলিম্পিকে স্কেটবোর্ডিংকে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই খবরে কলকাতার তরুণ স্কেটবোর্ডারদের চোখে নতুন আলো জ্বলে উঠেছে। তারা বিশ্বাস করে, একদিন কলকাতাও ভারতের স্কেটবোর্ডিং মানচিত্রে নিজের জায়গা করে নেবে। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় নামার কথা ভাবছে। অনেকে আবার ছোটদের শেখানোর জন্য কর্মশালার আয়োজন করতে শুরু করেছে। স্কেটবোর্ডিং শুধুমাত্র একটি খেলা নয়, বরং এক ধরনের সংস্কৃতি।

তাদের পথ অবশ্য মোটেই সহজ নয়। প্রথমত, অবকাঠামোর অভাব। কলকাতায় এখনও কোনও সরকারি বা বেসরকারি স্কেটবোর্ড পার্ক নেই। ফলে মাঝে মাঝেই শহরের পার্কের ফাঁকা অংশ বা শপিং মলের বাইরে চর্চা করতে হয়। দ্বিতীয়ত, সরঞ্জামের দাম। একটি মানসম্মত স্কেটবোর্ড কিনতে খরচ হয় বেশ কিছু টাকা, যা অনেক পরিবারের নাগালের বাইরে। তৃতীয়ত, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। এখনও অনেকেই মনে করেন স্কেটবোর্ড কোনো 'আনুষ্ঠানিক খেলা' নয়, কেবলমাত্র 'খেলা-ধুলোর বাহুল্য'। ফলে অভিভাবকদের সমর্থন পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তবে এই চ্যালেঞ্জই তাদের আরও দৃঢ় করেছে। কলকাতার স্কেটবোর্ডাররা প্রায়শই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্র্যাকটিস সেশন থেকে শুরু করে ছোটখাটো প্রতিযোগিতা- সব কিছু নিজেরাই আয়োজন করে। কেউ পড়ে গেলে অন্যজন হাত বাড়িয়ে দেয়, কেউ নতুন কৌশল শিখলে সেটি ভিডিও করে বাকিদের শেখায়। এই পারস্পরিক সহযোগিতা তাদের কমিউনিটিকে আরও শক্ত করে তুলছে। ২০২১ সালে টোকিও অলিম্পিকে স্কেটবোর্ডিংকে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই খবরে কলকাতার তরুণ স্কেটবোর্ডারদের চোখে নতুন আলো জ্বলে উঠেছে। তারা বিশ্বাস করে, একদিন কলকাতাও ভারতের স্কেটবোর্ডিং মানচিত্রে নিজের জায়গা করে নেবে। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় নামার কথা ভাবছে। অনেকে আবার ছোটদের শেখানোর জন্য কর্মশালার আয়োজন করতে শুরু করেছে। স্কেটবোর্ডিং শুধুমাত্র একটি খেলা নয়, বরং এক ধরনের সংস্কৃতি। এর মধ্যে রয়েছে স্বাধীনতা, ঝুঁকি নেওয়ার সাহস, আর প্রতিবার পড়ে গিয়েও আবার উঠে দাঁড়ানোর মানসিকতা। এই দিকটাই নতুন প্রজন্মকে আকর্ষণ করছে। ধীরে ধীরে অভিভাবকরাও বুঝতে শুরু করেছেন যে স্কেটবোর্ডিং শারীরিক ফিটনেসের পাশাপাশি মানসিক দৃঢ়তাও তৈরি করে। কলকাতার এই ছোট্ট কমিউনিটির এখনও অনেকটা পথ চলার বাকি। কিন্তু তাদের স্বপ্ন বড়। তারা চায় শহরে আধুনিক স্কেট পার্ক তৈরি হোক, স্কুল-কলেজের তরুণদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির হোক, আর সরকারি ক্রীড়া নীতিতে স্কেটবোর্ডিং-এর স্বীকৃতি আসুক। এই স্বপ্নই তাদের প্রতিদিন নতুন করে অনুপ্রাণিত করে। আজ হয়তো কলকাতার রাস্তায় স্কেটবোর্ডারদের সংখ্যা হাতে গোনা, কিন্তু প্রতিটি চাকার ঘূর্ণন, প্রতিটি লাফ, প্রতিটি পতন আর উঠে দাঁড়ানো- সবই ইঙ্গিত দিচ্ছে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের। ছোট্ট এই কমিউনিটি বিশ্বাস করে, তাদের এই খেলাধূলা একদিন বড় জায়গা করে নেবে। আর সেই স্বপ্নই তাদের শহরের কোলাহল ভেদ করে নতুন দিগন্তে নিয়ে যাবে।

গলি থেকে রাজপথে হাতছানি রাজেশের

বিট্টু দত্ত

শিয়ালদা স্টেশনের পাশের ভাঙাচোরা গলিতে একটা নীল রঙের ছোট বাড়ি। সেখানেই থাকে রাজেশ রায়, ২০ বছরের এক তরুণ পেসার, যিনি সম্প্রতি একটি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির ট্রায়ালে ডাক পেয়েছেন। এই কাহিনি শুধুই ক্রিকেটের নয়, এই কাহিনি এক অদম্য ইচ্ছাশক্তির, পরিবারকে টেনে তোলার, আর নিজের যোগ্যতায় একটা বড় স্বপ্নপথে হাঁটার। 'ওদের বাড়িতে টিভি নেই, কিন্তু ওর বোলিং অ্যাকশন নিয়ে কথা বলে গোটা পাড়া', বললেন রাজেশের মেন্টর ও স্থানীয় কোচ হরিপদ নন্দী। 'আমি যখন ওকে প্রথম দেখি, তখনও ওর পায়ে ঠিকমতো জুতো ছিল না। কিন্তু বল ছাড়ার টাইমিং আর লাইন-লেংথ দেখেই বোঝা গেছিল, এটা আলাদা কিছু।'

রিজেন্ট পার্কের মাটির মাঠেই বড় হয়েছে রাজেশ। দুপুরে খেলার পর পাড়ার বড়দের থেকে মাঝে মাঝে পুরনো বল বা ফাটা গ্লাভস পেত। সেখান থেকেই শুরু। ২০১৮ সালে হরিপদ নন্দী তাকে নিজের একাডেমিতে নিয়ে যান। কষ্টের সঙ্গে হলেও সপ্তাহে তিন দিন ট্রেনিং শুরু হয়। এক বছরেই সে দক্ষিণ কলকাতার অনূর্ধ্ব-১৬ জেলা দলে সুযোগ পায়। 'ট্রামে করে প্রথমবার গেছিলাম', স্মৃতি হাতড়ায় রাজেশ। 'অন্যান্য ছেলেরা ভালো কিট নিয়ে আসে, আমি মায়ের হাতে সেলাই করা প্যান্ট পরে খেলতাম। তবু আমি জানতাম, যদি পারি, তবে মাঠই আমার পথ খুলে দেবে।'

২০২৪ সালে এক ট্যালেন্ট হান্ট ক্যাম্পে তার বল স্পিড ১৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা ছুঁয়েছিল। একজন প্রাক্তন আইপিএল স্কাউট নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন রাজেশের বোলিং ভিডিও। তারপর থেকেই বদলাতে থাকে ছবিটা। সেই ভিডিও দেখে নজরে পড়ে একটি বড় আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির। আমন্ত্রণ আসে মুম্বইতে ট্রায়াল দেওয়ার। জুন ২০২৫ -এ রাজেশ গিয়েছিল মুম্বইয়ের একাডেমিতে, যেখানে প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটাররাও উপস্থিত ছিলেন। 'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম কেউ মজা করছে। একটা কলে আমার পুরো জীবন বদলে গেল', বলে রাজেশ। ট্রায়ালের দিন তাকে ১২ ওভার বল করতে বলা হয়। সাবধানী, আগ্রাসী ও ধারাবাহিক, এই তিন গুণেই মুগ্ধ হন নির্বাচকরা।

এদিকে, রাজেশের পরিবারের কথা বলতে গেলে রাজেশের বাবা রিকশাচালক । সমর রায়, বলেন, 'আমি শুধু চাই ও নিজের জীবনটা গড়ে নিক। স্কুলে ভর্তির ফি দিতে পারিনি, কিন্তু কোচ যখন বলল খেলায় ওর ভবিষ্যৎ আছে, তখন আর না করিনি।' রাজেশের মা সন্ধ্যা রায় এখনও প্রতিদিন সকাল ছ'টায় পাড়ার দোতলার বাড়িতে রান্নার কাজ করেন। 'সবচেয়ে গর্বের দিন ছিল যেদিন রাজেশ ফোন করে বলল ওর প্রথম প্লেনের টিকিট কাটা হয়েছে। কখনও ভাবিনি আমার ছেলে আকাশে উড়বে', চোখে জল নিয়ে বলেন সন্ধ্যা।

রাজেশ এখন কলকাতা লিগের একটি ক্লাবের হয়ে নিয়মিত খেলছে। আইপিএল স্কাউটরা তার উপরে নজর রাখছে। ২০২৬ সালের আইপিএল নিলামের আগে সে আরও দু'টি বড় ট্রায়ালে ডাক পেয়েছে। 'আমি জানি সামনে কঠিন পথ। আইপিএল খেলাই শেষ লক্ষ্য নয়-- আমি চাই ভারতের হয়ে খেলতে', সোজা চোখে বলে রাজেশ। কোনও স্পনসর নেই, নেই বড় কোচিং ইনস্টিটিউটের ছায়া। তবু হাতে একটা বল আর কিছুটা ইচ্ছেশক্তি থাকলেই যে স্বপ্নকে ধরা যায়, রাজেশ রায় তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

৬১তম বর্ষে নটী বিনোদিনীকে

সম্মান নিবেদনে ভবানীপুর ৭৫ পল্লি

শুভাশিস বিশ্বাস

আমাদের নাট্য জগতে এক বিপ্লব এনেছিলেন নটী বিনোদিনী। তাঁর সময়ে নাট্য জগতে নারীদের এই সিনেমা বা থিয়েটার জগতের সঙ্গে যুক্ত হতে খুব একটা দেখা যেতো না। কারণ, সমাজ তা ভালো চোখে দেখতোও। আর বিনোদন জগতে কোনও ভাবে কোনও নারী যুক্ত থাকলে সমাজে তাঁর স্থান হতো অনেকটাই নিচে। ফলে বেশির ভাগ জায়গাতেই নারীদের ভূমিকায় অভিনয় করতেন পুরুষরাই। তবে বিনোদন জগতে পুরুষদের এই একচ্ছত্র আধিপত্যে আঘাত হানেন এই নটী বিনোদিনী।অসামান্যা প্রতিভাময়ী হয়েও আজন্ম বঞ্চনা আর অবহেলার শিকার তিনি। ৬১ বছরে পা রাখা ভবানীপুর ৭৫ পল্লি র পুজো উদ্যোক্তারা ২০২৫-এ সম্মান জানাতে চায় এই নটী বিনোদিনীকে। ১৮৬৩ সালে তৎকালীন কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের যে ১৫৪ নম্বর বাড়িতে বিনোদিনী জন্মগ্রহণ করেন। বঞ্চনা, অবহেলা বিনোদিনীর চির জীবনের সঙ্গী। বাংলার পেশাদারি নাট্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হয়েও চিরকাল তাঁকে সমাজের তথাকথিত অভিজাত শ্রেণির পায়ের তলাতেই থাকতে হয়েছে যৌনকর্মীর সন্তান বলে। এরপর পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ে উদ্যোগে বিনোদিনী দশ টাকা বেতনে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর সঙ্গে যুক্ত হন।

১৮৭৪-এর ১২ ডিসেম্বর 'শত্রুসংহার' নাটকে দ্রৌপদীর সখীর ভূমিকায় তার প্রথম অভিনয়। আর এখান থেকে জন্ম হয় বাংলা থিয়েটারের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বিনোদিনীদাসীর। কিন্তু, বেশি দিন নয়, মাত্র চোদ্দ বছর বাংলা রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। এর মাঝে ১৮৭৭-এ চোদ্দো বছর বয়সের বিনোদিনী যখন 'ন্যাশনাল' থিয়েটারে গিরিশ ঘোষের হাতে এসে পড়েন, তার আগেই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' ও 'নীল দর্পণ', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী'-সহ ন'টি নাটকে আর বেঙ্গল থিয়েটারে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য', বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'কপালকুণ্ডলা'-আশ্রিত হেভিওয়েট সব নাটকের

প্রধান নারীচরিত্রগুলোয় অভিনয় করা হয়ে গিয়েছে তাঁর। গিরিশের কাছে বিনোদিনীর অভিনয়শিক্ষার দিগন্ত খুলে গিয়েছিল; বড় সত্য।'এরপর থিয়েটারের রাজনীতি ও দলাদলিতে বিরক্ত হয়ে বিনোদিনী অভিনয়-জীবন শেষ করেন ১৮৮৭-র ১ জানুয়ারি। ওই দিন বিডন স্ট্রিট 'স্টার'-এ 'বেল্লিক বাজার' নাটকে রঙ্গিনীর চরিত্রতেই তাঁর শেষ অভিনয়। ওই চোদ্দ বছরে 'গ্রেট ন্যাশানাল', 'বেঙ্গল থিয়েটার', ন্যাশনাল থিয়েটার' ও 'স্টার থিয়েটার'- ওই চারটি নাট্যদল এবং অন্যান্য ছোটখাটো ভূমিকা নিয়ে কমবেশি তিপ্পান্নটি চরিত্রে অভিনয় করেন বিনোদিনী। আর এই সময়ে তিনি ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সংস্পর্শ আসেন। বিনোদিনীর অভিনয় শেষে গাড়িতে ওঠার সময় এক ভক্ত ঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কেমন দেখলেন?' তার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরটি এখনও বিখ্যাত হয়ে আছে- 'আসল নকল এক দেখলাম।' পাশাপাশি ভাবস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ বিনোদিনীর মাথায় হাত ছুঁইয়ে বলেছিলেন, 'চৈতন্য হোক'। এরপরই এক আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটতে দেখা যায় বিনোদিনীর মধ্যে।

শ্রী রামকৃষ্ণের পাশাপাশি তাঁর অভিনয় দেখতে এসেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো মহামানবেরাও। শুধু নাটক-ই নয়, স্বয়ং বিনোদিনীর 'আত্মকথা', গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে ১০৬ বছর আগে, বাংলা ১৩১৯ সনে। মনে রাখতে হবে, বিনোদিনী তখন রঙ্গমঞ্চ থেকে বহু দূরে।এটাই যে বিনোদিনীর প্রথম লেখা, তা কিন্তু নয়। তার দু'বছর আগেই অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'নাট্যমন্দির' পত্রিকায় বিনোদিনীর আত্মকথা লেখা শুরু। তখন তার নাম ছিল 'অভিনেত্রীর আত্মকথা'। অসম্পূর্ণ ছিল লেখাটা। তারও অনেক আগে থেকেই বিনোদিনী কবিতা লেখেন, গিরিশ ঘোষ স্ব-সম্পাদিত 'সৌরভ' পত্রিকায়। 'আত্মকথা' প্রকাশের ঢের আগেই বিনোদিনীর দু'-দুটো কবিতার বই বেরিয়ে গিয়েছে; 'বাসনা' আর 'কনক ও নলিনী'। প্রথমটায় ৪১টি কবিতা, দ্বিতীয়টা আরও এক ধাপ এগিয়ে নিজের অস্তিত্ব জাহির করেছে কাহিনিকাব্য বা 'কাব্যোপন্যাস' পরিচয়ে। বারাঙ্গনা নটীর এই লেখক-সত্তা বেশির ভাগ বাঙালির-ই অজানা। এই সব কারণেই এই মহীয়সীকে সম্মান জানাতে এবারের ভবানীপুর ৭৫ পল্লি থিমের শীর্ষক-'নটী বিনোদিনী'। সৃজনে শিল্পী অভিজিৎ নন্দী। প্রতিমা রূপদান করছেন শিল্পী পরিমল পাল। মাতৃমূর্তি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে মোটেই রাজি নন পুজো উদ্যোক্তারা। তাঁদের পছন্দ সাবেকি প্রতিমা। তবে এবারের মাতৃপ্রতিমা রূপদান করা হচ্ছে থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই। শব্দ এবং আলোর দায়িত্বে ঋতব্রত চট্টোপাধ্যায়। মণ্ডপও তৈরি হচ্ছে প্রায় ১০০ বছরের পুরনো এক অপেরা হাউজের আদলে। পুজোর উদ্বোধনের দিন খুব একটা সঠিক ভাবে উদ্যোক্তারা জানাতে পারেননি। কারণ এই পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। আশা করা হচ্ছে তৃতীয়াতেই হবে এই উদ্বোধন। আর প্রতি বছরের মতো সবকিছু ঠিকঠাক চললে পুজো-কার্নিভালের পথ ধরেই নিরঞ্জন হবে মাতৃপ্রতিমার। এই প্রসঙ্গে পুজো কর্তারা মনে করিয়ে দেন, নবমীতে হয় পুজোর ভোগ। খিচুড়ি এবং পোলাও সহ আরও সব আনুষঙ্গিকে তৈরি এই ভোগ এলাকাবাসী থেকে সর্বসাধারণের জন্য। আর এর জন্য রইল সবার আমন্ত্রণও।

শারদ উৎসবে মোহনবাগান প্রেম!

বউবাজারে পুজোর থিমে 'অমর একাদশ' থেকে দিমিত্রি — প্যান্ডেল জুড়েই রয়েছে সবুজ-মেরুন আবেগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় কলকাতার ঐতিহ্যবাহী বউবাজারে, যেখানে এক সময় বাস করতেন শিক্ষাবিদ ও সাংসদ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, খ্যাতনামা চিকিৎসক আবিরলাল মুখোপাধ্যায়, বাংলার বীরপুত্র গোপাল মুখার্জি (গোপাল পাঁঠা) আজ সেখানে মোহনবাগানের জয়ের গল্প ঘিরে তৈরি হচ্ছে দুর্গাপুজোর থিম। ভীম নাগের উত্তরসূরিদের এই পাড়া এবার মাতছে 'অমর একাদশ, গর্বের নাম মোহনবাগান' থিমে।

সেন্ট্রাল কলকাতা বউবাজার সম্মিলনী ক্লাবের ৪৭ পল্লী সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি সাজাচ্ছে এমন এক মণ্ডপ, যেখানে অতীত আর বর্তমান হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। একদিকে গোষ্ঠ পালের মূর্তি, অন্যদিকে বর্তমান তারকা দিমিত্রির কাট-আউট। সঙ্গে থাকছে মোহনবাগানের ঐতিহ্যবাহী প্রতীক পালতোলা নৌকা, আর বাঙালির আত্মার আত্মীয়-চিংড়ি।

মণ্ডপে পা রাখলেই যেন ঢুকে পড়ছেন এক টুকরো মোহনবাগান জগতে। চারদিকে ক্লাবের সাফল্যের ছবি আর ব্যানার। জায়ান্ট স্ক্রিনে চলবে ঐতিহাসিক ম্যাচের ক্লিপিংস। আর মাঝেমধ্যে ভেসে আসবে গ্যালারিমুখর 'গোওওওল' ধ্বনি-শারদীয়াকে এনে দেবে ফুটবল মাঠের উত্তেজনা।

এই থিম বাস্তবায়নে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন সচিব অনিতা মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ নাগ, সাগর হাজরা, তন্ময় নাগ, শেখর পাল, রাজেশ নাগ, কার্তিক ভৌমিক, জগন্নাথ শীল,ইন্দ্রজিৎ দাস প্রমুখ। কোষাধ্যক্ষ তুফান ঘোষ জানালেন, ''একই পাড়ায় মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দুই দলের সমর্থক থাকলেও সবাই একত্রিত হয়ে মোহনবাগানকে কেন্দ্র করেই থিম গড়তে রাজি হয়েছেন- এটাই বড় প্রাপ্তি।''

এই পুজোয় তাই শুধু 'জয় মা দুর্গা' নয়, বউবাজারের আকাশে-বাতাসে অনুরণিত হবে আরও এক আবেগঘন ধ্বনি-'জয় মোহনবাগান'।